দৈনিক
Manabik Bangladesh
মানবিক বাংলাদেশ
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-২২৪ ॥ ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ॥ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাংলা ॥ ১৮ জমাঃ আউঃ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

নৌবাহিনীকে স্মার্ট বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে : নৌবাহিনী প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ একটি আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে সুপরিচিত। বাংলাদেশের উত্তরোত্তর উন্নয়নে ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নৌবাহিনীকে যুগোপযোগী এবং টেকনোলজি সম্পন্ন স্মার্ট নৌবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যা দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমুদ্রভিত্তিক সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রনী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বলেছেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান। তিনি বলেন, একটি সমৃদ্ধশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নৌবহরে বিভিন্ন শ্রেণির জাহাজ, স্পেশাল ফোর্স, হেলিকপ্টার, এমপিএ ও সাবমেরিন যুক্ত হয়েছে এবং কমিশনিং করা হয়েছে একাধিক নৌ ঘাঁটি।

ভোটের দৌড়ে রেকর্ড ৭৪৭ স্বতন্ত্র প্রার্থী

আওয়ামী লীগের ৪০০ স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ২৫ জন এমপি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রেকর্ড সংখ্যক ৭৪৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ৪০০ জনের বেশি আওয়ামী লীগের। যার মধ্যে অন্তত ২৫ জন বর্তমান সংসদ সদস্য যারা দলীয় মনোনয়ন বঞ্চিত ছিলেন, তারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের মতে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ৭৪৭টি স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ৩০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী সহ ২ হাজার ৭১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ। যেহেতু ক্ষমতাসীন দল আগে বলেছিল যে তারা কৌশলগত কারণে দলীয় নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেবে, অনেকে নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে

নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যাচাই-বাছাই করা হবে এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা ১৭ ডিসেম্বর

মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থীর অংশগ্রহণ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে কারণ নির্বাচনে জয়ের জন্য তাদের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে। আ.লীগের অনেক নেতা বলেছেন, নির্বাচন আ.লীগ প্রার্থী এবং স্বতন্ত্রদের মধ্যে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠছে এবং অনেক বর্তমান এমপি সফল হতে ব্যর্থ হতে পারেন। আওয়ামী লীগ গত ২৬ নভেম্বর ২৯৮টি জাতীয় সংসদের আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে, যার তালিকা থেকে ৭১ জন বর্তমান সংসদ সদস্য বাদ পড়ে। বাদ পড়া আওয়ামী লীগের সাংসদদের মধ্যে যে ২৫ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে তারা হলেন- গাজীপুর-৩ আসনে ইকবাল হোসেন সবুজ, মেহেরপুর-২ আসনে মোহাম্মদ শহিদুজ্জামান, সিরাজগঞ্জ-২ আসনে হাবিবে মিল্লাত, রাজশাহী-৪ আসনে ২-এর পাতায় দেখুন

সংসদ নির্বাচনে ২৮ শতাংশ মনোনয়নপত্র স্বতন্ত্র প্রার্থীদের

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৮ শতাংশ মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। অবশিষ্ট মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ২৯টি দল থেকে। গতকাল শনিবার এমন তথ্য দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ছিল বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার মোট দুই হাজার ৭৪১টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল বলে জানিয়েছিল সংস্থাটি। এছাড়া ভোটে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বলেছিল ৩০। তবে দুদিন পরে জানাল মোট ২৯টি দল ও স্বতন্ত্র থেকে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে দুই হাজার ৭১২টি। ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম এক সংশোধনীতে জানিয়েছেন, ২৯টি দল থেকে এক হাজার ৯৬৫টি ২-এর পাতায় দেখুন

সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ শেষ হয়েছে ৩০ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই শুরু হয়েছে ১ ডিসেম্বর থেকে। চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচন করার যোগ্যতা সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে-

১. প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং বয়স ২৫ বছর হতে হবে।

২. দেশের কোনো আদালত কর্তৃক ওই ব্যক্তিকে অপ্রকৃতিস্থ বা পাগল বলে ঘোষণা করা না হলে।

একজন প্রার্থীর সংসদ নির্বাচন করার যোগ্যতা দুটি হলেও ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১২ ধারা অনুযায়ী, ১২টি কারণে কোন ব্যক্তি প্রার্থী হতে পারবেন না যদি-

১. প্রার্থী কোনো নির্বাচনী এলাকার ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত না থাকলে।

২. কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন না পেলে বা স্বতন্ত্র প্রার্থী না হলে।

৩. নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধের দায়ে দুই বছরের কারাদণ্ডের পর মুক্তি পাওয়ার পাঁচ বছর পার না হলে।

৪. বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে বা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার বা ঘোষণা করলে।

৫. সরকারের ২-এর পাতায় দেখুন

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

স্টাফ রিপোর্টার : আজ ৩ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এই দিনে দেশব্যাপী পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ওপর চূড়ান্ত হামলা চালানো হয়। সে দিন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দৃপ্ত প্রত্যয়ে গেরিলা হামলা শুরু করে। লক্ষ্য একটিই - পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করা। সারাদেশ যেন কেঁপে ওঠে বিজয়ের প্রসব বেদনায়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের খাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান' থাকলেও ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে আ. লীগের আস্থা আছে : ওবায়দুল কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নেবে তার প্রতি আওয়ামী লীগের আস্থা আছে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের এ কথা জানান। ওবায়দুল কাদের বলেন, নির্বাচন সংক্রান্ত কোথাও কোনো সংঘাত, বিশৃঙ্খলা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পুরো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। কমিশন যে সিদ্ধান্ত নেবে তার প্রতি আওয়ামী লীগের আস্থা আছে। তিনি বলেন, বিএনপি হরতাল, অবরোধ, আগুনসন্ত্রাস করে জনগণকে নির্বাচনবিমুখ করতে পারেনি। জনগণ পুরোপুরি নির্বাচনমুখী হয়ে পড়েছে। এ নির্বাচনে রেকর্ডসংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি হবে। নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও ঠেকাতে বিএনপি যে অপচেষ্টা করেছিল তা এখনও অব্যাহত আছে। দেশের জনগণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। তারা আরেকটি বিজয়ের বন্দরে পৌঁছাতে চায়। এজন্য ভোট দেওয়ার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে আছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপির নেতৃত্বের দলটির নেতাকর্মীরা হতাশ, আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এ থেকেই দলটির সাবেক ও বর্তমান নেতারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। কাজেই অংশগ্রহণ নির্বাচন বলতে যা বোঝায় ২৯টি নিবন্ধিত দল অংশ নিয়েছে। সারা দেশে উৎসাহ-উদ্দীপনা, উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষের যে আগ্রহ, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করে মানুষকে নির্বাচনবিমুখ করা যাবে না। কয়েকটি দল নির্বাচন থেকে দূরে থাকলেও জনগণ নির্বাচনমুখী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির ডাকে তাদের ২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল এ মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৬। গতকাল শনিবার সকাল ৯টা ৩৫ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে রাজধানীতে বেশ ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নগরবাসী। অনেকে আতঙ্কে ভবন ছেড়ে বাইরেও নেমে আসেন। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ওয়ারলেস সুপারভাইজার রবিউল হক ২-এর পাতায় দেখুন

মাঠ পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতেই ইউএনও-ওসিদের বদলি: ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনার বিভিন্ন জেলায় সংসদ নির্বাচনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যে তথ্য পেয়েছেন তার ভিত্তিতেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) রদবদলের সিদ্ধান্ত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গতকাল শনিবার নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে

এ কথা বলেছেন ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ। ওসি ও ইউএনওদের রদবদল সরকার চেয়েছে, না কি আপনারা চেয়েছেন- জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটি নির্বাচন কমিশন চেয়েছে। আমাদের কমিশনাররা গত এক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে সফর করেছেন। তাদের যে ফাইন্ডিংস, তার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন বসে গত ৩০ নভেম্বর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন এমন সিদ্ধান্ত- এমন প্রশ্নের জবাবে অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, নির্বাচন কমিশনারদের কাছে মাঠ পর্যায় থেকে যে তথ্য পেয়েছেন তার ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া ২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমানের মৃত্যুতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর শোক

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ালিউর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। গতকাল শনিবার এক শোক বার্তায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমানের অসামান্য অবদান জাঁতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারের হত্যা করা হলে ওয়ালিউর রহমান সাহসিকতা দেখিয়ে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। ২-এর পাতায় দেখুন

মশা নিধনে খাল-জলাশয় পরিষ্কার করছে ডিএনসিসি

স্টাফ রিপোর্টার : শুষ্ক মৌসুমে নালা-নর্দমা, ডোবা, খাল ও জলাশয়ের জলজ আগাছা এবং ময়লা-আবর্জনা মশার উর্বর প্রজননস্থল হিসেবে কাজ করে। কিউলেক্স মশার উপদ্রবের কারণে নগরবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে সেই লক্ষ্যে একযোগে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন এলাকার সব নালা-নর্দমা, ডোবা, খাল ও জলাশয় পরিষ্কার করে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রোববার থেকে ডিএনসিসির ১০টি অঞ্চলের মশককর্মী ও পরিচ্ছন্নকর্মীরা একযোগে সব খাল, নালা-নর্দমা, ডোবা ও জলাশয় পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু করে। গতকাল শনিবার বিকেলে ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মকবুল হোসাইন এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ইতোমধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার অবস্থিত ডিএনসিসি, ২-এর পাতায় দেখুন

দেশে বাড়ছে গ্রিন ফ্যাক্টরির সংখ্যা, যোগ হলো আরও ২

স্টাফ রিপোর্টার : দিন যতই যাচ্ছে দেশে গ্রিন ফ্যাক্টরি বা পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা ততই বাড়ছে। এ তালিকায় সর্বশেষ যোগ হয়েছে আরও দুটি কোম্পানি। নতুন যোগ হওয়া কোম্পানিগুলো নিয়ে দেশে সবুজ কারাখনার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৪টি। গতকাল শনিবার তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্যমতে, গ্রিন ফ্যাক্টরির তালিকায় যুক্ত হওয়া নতুন দুটি কোম্পানিই গাজীপুর অবস্থিত। এরমধ্যে গাজীপুর পূবাইলের ইন্টিগ্রা ড্রেসেস লিমিটেড। কোম্পানিটি ৯৯ পয়েন্ট পেয়ে প্লাটিনাম সনদ পেয়েছে। কোম্পানিটি বিশ্বের প্রথম ১০টি সবুজ কারখানার মধ্যে ৪ নম্বরে অবস্থান করছে। এছাড়া গাজীপুর শ্রীপুরের এস এম এক্সেসরিজ পেয়েছে সবুজ কারখানার সনদ। কোম্পানিটি গোল্ড সনদ অর্জন করেছে। বিশ্বের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অন্যতম একটি যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। তারা এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিজাইন-'এলইইডি' ২-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসী অ্যাওয়ার্ড চালু করল ক্যানবেরার বাংলাদেশ হাইকমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ফিজি প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে 'বাংলাদেশ প্রবাসী অ্যাওয়ার্ড' চালু করেছে ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন। বৈধভাবে রেমিট্যান্স পাঠানো, বাংলাদেশি পণ্য আমদানি, শিল্প, সাহিত্য ও গবেষণায় অবদানের জন্য গতকাল শনিবার নয় প্রবাসী বাংলাদেশিকে এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। ক্যানবেরার বাংলাদেশ হাইকমিশন জানায়, জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম আল্লামা সিদ্দীকী অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট তুলে দেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটোরির শ্যাডো মাল্টিকালচারাল মিনিস্টার ২-এর পাতায় দেখুন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আ.লীগ-জাপা সমান-সমান

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সমানে-সমান লড়ছে। দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে দলীয় প্রতীকে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও জাপা একই সংখ্যার প্রার্থী দিয়েছে। এই দুই দলই ৩০০ আসনে ৩০৪ জন করে প্রার্থী দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। **কোন রাজনৈতিক দল কয়জন প্রার্থী :**

জাতীয় পার্টি-জেপি ২০, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল ৬, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ৩৪, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০৪, গণতন্ত্রী পার্টি ১২, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ৬, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ৩৩, বিকল্পধারা ১৪, জাতীয় পার্টি ৩০৪, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ ৯১, জাকের পার্টি ২১৮, বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন ৪৭, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১৪, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ২, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ১৪২, গণফোরাম ৯, গণফ্রন্ট ২৫, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ১৩, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ ৩৯, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ১৮, ইসলামী ঐক্যজোট ৪৫, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ৩৭, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ- বিএমএল ৫, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট ৭৪, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট- বিএনএফ ৫৫, বাংলাদেশ কংগ্রেস ১১৬, তৃণমূল বিএনপি ১৫১, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ৪৯, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি ৮২ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। এছাড়া, স্বতন্ত্র থেকে ৭৪৭ জন মনোনয়ন দাখিল করেছেন। ইসি জানায়, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। তবে ৫টি নির্বাচনী এলাকায় (মেহেরপুর- ১, জামালপুর-৫, ময়মনসিংহ-৩, মানিকগঞ্জ-২, চট্টগ্রাম-৪) মনোনয়ন দাখিলকারী দলীয় মনোনয়ন দিতে পারেননি। এছাড়া ঝালকাঠি-১ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২ জনকে দলীয় মনোনয়ন দিলেও পরে ৩০ নভেম্বর মুহাম্মদ শাহজাহান ওমরকে দলীয় প্রতীক বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছু দেখছি না : অধ্যাপক তানজিম

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তানজিম উদ্দিন খান বলেছেন, সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। এখন পর্যন্ত দেশের কোনো সরকার শিক্ষকদের মান উন্নয়নে কোনো নীতিমালা তৈরি করেনি। শিক্ষকদের মান নির্ধারণ করতে না পারলে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থাই কার্যকর হবে না। একজন গাড়িচালকের বেতনে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের এই পেশায় আনবেন, এই শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন করা কতখানি সম্ভব গতকাল শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত 'পরিকল্পিত শিক্ষাধ্বংসের কালপঞ্জী: (১৯৭২-২০২২)' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন শিক্ষা ও শিশু রক্ষা ২-এর পাতায় দেখুন

অবশেষে অর্থছাড় পেলো এনসিটিবি পাঠ্যবই ছাপানো শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : টাকার অভাবে নতুন পাঠ্যবই ছাপানো বন্ধ রেখেছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। দফায় দফায় চেষ্টা করেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত অর্থছাড় না পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। অবশেষে অর্থছাড় মিলেছে। এতে মুদ্রণচুক্তি করে পুরোদমে বই ছাপানো শুরু করেছে এনসিটিবি। তবে এখনো যত বই ছাপানো বাকি তাতে ডিসেম্বরের মধ্যে শতভাগ বই ছাপিয়ে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ছাপাখানার মালিক-কর্মীরা। এনসিটিবি সূত্র জানায়, অষ্টম-নবমের বই ছাপানো নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। এ লটের বইগুলো ছাপাতে কাজের চুক্তি করার মতো অর্থ ছিল না এনসিটিবির। অর্থছাড়ে দেরি হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও চিঠি চালাচালি করতে হয়েছে বোর্ড চেয়ারম্যানকে। অবশেষে ৩০ নভেম্বর অর্থছাড় মিলেছে। এনসিটিবি চেয়ারম্যান ফরহাদুল ইসলাম বলেন, 'অর্থছাড় পেয়েছি। এখন আর সমস্যা নেই। নবম শ্রেণির বই ছাপানোর কাজও শুরু করেছি। দ্রুত বই ছাপাতে যেসব প্রেস প্রাথমিকের বই ছাপিয়ে এখন ফাঁকা রয়েছে, তাদের সঙ্গেও চুক্তি করবো। আশা করি, যথাসম্ভব দ্রুত বই ছাপিয়ে উপজেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দিতে পারবো।' গত ২৪ নভেম্বর 'টাকার অভাবে ছাপানো বন্ধ, নতুন পাঠ্যবই নিয়ে অনিশ্চয়তা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেছিলেন, 'এখন সমস্যা হয়ে গেছে টাকার। আমরা তো টাকা দিতে পারছি না। ওরা (প্রেস মালিকরা) বই ছাপাটা বন্ধ রাখছে। তাদের বিল দিতে পারিনি। প্রেসের মালিকরা এখন বলছে, তারা নাকি কাগজ কিনতে পারছেন না। সেজন্য বই ছাপার কাজও বন্ধ।' নবমের ৯৭ শতাংশ বই ছাপা বাকি ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে ২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির আরও ৩ নেতা বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার : দলের আরও তিন নেতাকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। গতকাল শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। সকালে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়ড় দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বান্দরবান জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুল কুদ্দুছকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দুপুর ২ টায় পাঠানো আরেক বিবৃততিতে জানানো হয়ড় দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য খন্দকার ওয়াহিদ মুরাদ ও মধুপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য খন্দকার আনোয়ারুল হককে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ॥ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাংলা

বিমানবন্দরগুলোতে ফি বাড়ানোর পরিকল্পনা

আকাশভ্রমণে বাড়তি টাকা গুনতে হবে যাত্রীদের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) দেশব্যাপী বিমানবন্দরগুলোতে উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা ফি বাড়ানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, যা ১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে। এটি কার্যকর হলে আকাশভ্রমণে বাড়তি টাকা গুনতে হবে যাত্রীদের। জানা গেছে, ডলারের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেবিচক। বেসরকারি একাধিক উড়োজাহাজ সংস্থার কর্মকর্তা বলেন, বিমানবন্দরের ফি বাড়লে যাত্রীদের টিকিটের দামও বাড়াতে হবে। অর্থাৎ যাত্রীদের ভ্রমণ খরচ বাড়বে। আকাশপথে যাতায়াত ভাড়া বৃদ্ধির চড়া খেসারত দিতে হবে অভিবাসী শ্রমিকদের। কারন দেশের বিমানযাত্রীর বেশীর ভাগই অভিবাসী শ্রমিক। চলতি অর্থবছরের (২০২২-২০২৩) জুন পর্যন্ত মোট ১০ লাখ ৭৪ হাজার শ্রমিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গেছেন। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের একই সময়ে (২০২১-২২) মোট ৯ লাখ ৭ হাজার কর্মী বিদেশে যান। ট্রাভেল এজেন্সির একজন স্বত্বাধিকারী বলেন, ফি বৃদ্ধি করলে সেটা তো এজেন্সিরা বহন করবে না। পুরো টাকাই যাত্রীদের কাজ থেকে নেয়া হবে। এতে ভ্রমণ যাত্রী অনেক কমে যাবে। আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হবে। বেবিচক-এর সদস্য (অর্থ)

৭-এর পাতায় দেখুন

বাসা থেকে পালাতে গিয়ে গৃহকর্মী আহত, ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শাহবাগ থানাধীন মোতালেব প্লাজার একটি বাসা থেকে উদ্ধার হওয়া গৃহকর্মী নাজমা (১৬) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। গতকাল শনিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে তার মৃত্যু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া। তিনি জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি শাহবাগ থানা পুলিশ তদন্ত করছে। এদিকে মোতালেব প্লাজার ৯ম তলার ওই বাসার গৃহকর্ত্রী খুরশীদা জামান দাবি করে জানান, গত দেড় মাস ধরে তাদের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করে আসছিল নাজমা। ময়মনসিংহ জেলা থেকে তাদেরই পরিচিত পারভীন নামে এক নারী নাজমাকে তাদের বাসায় কাজে দিয়ে যান। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নাজমা গৃহকর্ত্রীকে জানায়, তার মা খুব অসুস্থ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে তার মাকে দেখতে যাবে। তবে রাতের বেলায় তাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না বলে জানান তারা। তখন তার স্বজনদের সঙ্গে তাদের কথা বলিয়ে দিতে বলেন।

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গানে নেচে গেয়ে রঙ উৎসবে মেতে 'মেট্রো অ্যাট টিএসসি: থ্যাংক ইউ শেখ হাসিনা' ধন্যবাদ জানিয়ে হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার নিয়ে আনন্দ র‌্যালি করে। ছবিটি শনিবার তোলা।

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫০০ হেক্টর বেশি চাষের সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার : মিরসরাইয়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫০০ হেক্টর বেশি বোরো চাষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদিও ধানের বাজারমূল্য কম এবং সেচ খরচ বেশি হওয়ায় চাষে ভাটা পড়েছিল। এছাড়া শতাধিক স্কিম বন্ধ হওয়ায় চাষ কমে গিয়েছিল। তবে চলতি বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি চাষ হবে বলে জানায় কৃষি অফিস। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় ১১৬০ হেক্টর বোরো চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। এরই মধ্যে ১০০ হেক্টর বীজতলা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতি হেক্টর বীজতলায় চাষ হবে ১৬ হেক্টর জমি। হিসাবমতে, ১০০ হেক্টর বীজতলায় ১৬০০ হেক্টর জমি চাষ হবে। কৃষি অফিস আরও জানায়, উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় ১৪০টি পানির স্কিম দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। যা দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে এখানকার কৃষকেরা বোরো ও বিভিন্ন শাক-সবজির চাষ করে থাকে। বিনিময়ে বিএডিসি নির্দিষ্ট একটি পানির কর নিয়ে থাকে। কিন্তু ১৪০টি স্কিমের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় ১০০টি। ফলে অনেক ইউনিয়নের পানি সংকটে বোরো চাষ করতে পারছেন না কৃষকেরা। এদিকে মিরসরাইয়ে শতাধিক সেচ স্কিম বন্ধ হওয়ায় বোরো চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন কৃষকেরা। তবে উপজেলার দূর্গাপুর ইউনিয়নের মহামায়া সেচ প্রকল্পের কারণে ওই ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি চাষ হয়ে থাকে।

ভূমিকম্পে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হলে ফাটল

আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ভূমিকম্পের কারণে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) তিনটি হলের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল শনিবার সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে এই ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে বলে জানা গেছে। এতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের দুইটি ও মেয়েদের একটি হলে ফাটলের দেখা দিয়েছে। হলগুলো - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, কাজী নজরুল ইসলাম হল এবং নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী হল। এছাড়া মেয়েদের শেখ হাসিনা হলের রিডিং রুমেও হালকা ফাটলের দেখা দিয়েছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের সঙ্গে দ্রুত ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে দ্রুত ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্মার্ট শিল্পনগরীতে রূপান্তর করা সহজ হবে। এ কারণেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা তৈরি করছে। এর অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে দ্রুত ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করতে শুধু চট্টগ্রামই নয়, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার সংযোগকারী সড়কও যথাযথ মানে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার সংযোগকারী সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে ১ হাজার ৪০৪ কোটি ৪৬ লাখ ২৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগামী ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয়ে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর নাগাদ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করলে অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর সমুদ্রবন্দর, রেল ও সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেরিন ড্রাইভ এবং আবাসিক এলাকার মতো সামাজিক অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এখানে পর্যটন, পার্ক, হাসপাতাল, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা হবে। সূত্র জানায়, প্রকল্পটির সঙ্গে লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার সংযোগকারী সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে দ্রুত ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাসহ যানজট কমবে। টেকসই নিরাপদ

৭-এর পাতায় দেখুন

পিরোজপুর জেলা ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুর জেলা ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি এক আদেশে স্থগিত করে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। একইসঙ্গে সংগঠনের জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলার কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার কমিটিও মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের মুঠোফোনে কথা হলে তিনি বলেন, পিরোজপুর জেলা ছাত্রলীগের

৭-এর পাতায় দেখুন

জলবায়ু সম্পর্কিত প্রকল্পে বার্ষিক ব্যয় বাড়াবে বিশ্বব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে (কপ২৮)। এরই অংশ হিসেবে জলবায়ু সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোতে বার্ষিক ব্যয় বাড়ানোর কথা জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সম্মেলনে অংশ নিয়ে এমন ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা। তিনি বলেন, 'জলবায়ু সংক্রান্ত আরও কর্মকাণ্ডে সাড়া জাগাতে একটি নীতি সংশোধনের অংশ হিসেবে ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের অর্থায়নের জলবায়ু-সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোতে বার্ষিক ব্যয় বাড়িয়ে ৪৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যা আগে ছিল ৩৫ শতাংশ।' তিনি বলেন, 'ওয়াশিংটন ভিত্তিক ব্যাংক এ সংক্রান্ত প্রকল্পে ৪০ বিলিয়ন খরচ করবে, যা আগের চেয়ে ৯ বিলিয়ন ডলার বেশি।' বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি এক দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা না গেলে বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই এটি বাস্তবায়নের এটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। বৈশ্বিকভাবে অবশ্যই ক্ষয়ক্ষতি পোষাতে অর্থ বরাদ্দ রাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

নির্বাচন হতে হবে সবার অংশগ্রহণে: জাতিসংঘ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজাররিক বলেছেন, অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচন হতে হবে শান্তিপূর্ণ ও সবার অংশগ্রহণে। গত শুক্রবার এক ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে মন্তব্য করেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। তার কাছে একজন সাংবাদিক জানতে চান, জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রসহ গণতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায়। ৩০ নভেম্বর নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে প্রায় তিন হাজার বাংলাদেশি আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। আপনারা সব সময় বাংলাদেশে অংশগ্রহণ এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতা জিকে গউছকে সিলেট কারাগারে স্থানান্তর

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যকে হত্যার চেষ্টা মামলার আসামি বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা এবং হবিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র জিকে গউছকে সিলেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় হবিগঞ্জ কারাগারের ফটক থেকে জিকে গউছকে বহনকারী কালো রঙের একটি মাইক্রোবাস সিলেটের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। এ সময় বিএনপি নেতার আত্মীয়স্বজন ও দলীয় কর্মীরা কারা ফটকে ভিড় করেন। পরে কড়া নিরাপত্তায় গাড়িটি ছেড়ে যায়।হবিগঞ্জ কারাগারের জেলার মো. মাসুদ হাসান জানান, আগামী ৫ ডিসেম্বর সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যা মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ উপলক্ষে এ মামলার আসামি জিকে গউছকে সিলেট দ্রুত

৭-এর পাতায় দেখুন

রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রিকরণ সংস্থার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রিকরণ সংস্থার ২৮ তম বার্ষিক সম্মেলনের সংস্থার সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী পরিষদের ২০২৪-২০২৬ মেয়াদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। একই মেয়াদে এশিয়া হতে ইরান, মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তান নির্বাচিত হয়েছে। এশিয়া গ্রুপ থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য বর্তমান দেশগুলো হচ্ছে-চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সৌদি আরব এবং কাতার। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সদস্যপদ লাভের জন্য ওপিসিডব্লিউতে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন দীর্ঘ সময় এশিয়া গ্রুপের নেগশিয়েশনে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, ওপিসিডব্লিউ-এর প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী স্তর। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণে ওপিসিডব্লিউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ওপিসিডব্লিউ-কে ২০১৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৪১টি দেশ দুই বছর মেয়াদের জন্য এক্সিকিটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়।

ইসির সঙ্গে ইইউ বিশেষজ্ঞ দলের বৈঠক আজ

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) আজ রোববার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করবে। ইসি সূত্র জানিয়েছে, ২৯ নভেম্বরের বৈঠকে সংস্থাটির ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল রোববার কারিগরি বিশেষজ্ঞ দল আসবে বলে জানিয়েছে। ওই দিন বৈঠকের পর ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেছিলেন, তারা গণতান্ত্রিক, গ্রহণযোগ্য, শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায়। আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছিলেন, ইইউ-এর একটা এক্সপার্ট ইলেকশন পর্যবেক্ষণ টিম আসবে। এরইমধ্যে চারজন দেশে এসেছেন। আমরা আগের মতোই স্পষ্ট করে জানিয়েছি, নির্বাচন ফ্রি-ফেয়ার, পিসফুল

৭-এর পাতায় দেখুন

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৬ বছর

বছর পূর্তিতে কাপ্তাই হ্রদে নৌকাবাইচ

স্টাফ রিপোর্টার : পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে রাঙামাটি রিজিয়নের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাঙামাটি আসনের সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার। বড় নৌকাবাইচ নারী বিভাগে প্রথম হয়েছেন জুল্যরাণী ত্রিপুরা ও তার দল, দ্বিতীয় হয়েছেন আলো ত্রিপুরা ও তার দল এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন সুবর্ণ ত্রিপুরা ও তার দল। বড় নৌকাবাইচ পুরুষ বিভাগে রতন ত্রিপুরা ও তার প্রথম স্থান, একান্ত ত্রিপুরা ও তার দল দ্বিতীয় স্থান এবং চিরমণি ত্রিপুরা তার দল তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। বিজয়ীদের মধ্যে অতিথিরা নগদ টাকা ও পুরস্কার দেন। এ সময় রাঙামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) রাঙামাটি অঞ্চলের অধিনায়ক কর্নেল মো. আনোয়ারুল ইসলাম, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) রাঙামাটি সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান এবং রাঙামাটি রিজিয়নের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এরশাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা: পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৬ বছর উদযাপন উপলক্ষে রাঙামাটি জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ট্রেন ধাক্কায় আহত ব্যক্তির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর তেজগাঁও রেলস্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় আহত শাহাদত হাওলাদার (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু মারা গেছেন। এর আগে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। গত শুক্রবার রাত পৌনে ৮টার দিকে তেজগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। ঢামেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সারে ১০টার দিকে মারা যান তিনি। তেজগাও ফায়ার স্টেশনের লিডার মো. আজিজুর রহমান জানান, রাতে সংবাদ পাই তেজগাঁও রেলস্টেশনের রেললাইনে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তি আহত হয়েছে। পরে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি আরো জানান, ঘটনাস্থলের

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৩৩

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত শুক্রবার থেকে গতকাল শনিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপি'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) কে. এন. রায় নিয়তি জানান, আসামিদের কাছ থেকে ১৫ হাজার ৬০৯ ইয়াবা ট্যাবলেট, ২২ কেজি ৬৫০ গ্রাম গাঁজা, ১ গ্রাম হেরোইন, ৬ বোতল ফেনসিডিল, ৪ বোতল বিদেশি মদ ও ৬০ পিস ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ডিএমপির থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

চার সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : পতনের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে দেশের শেয়ারবাজার। প্রায় প্রতিদিনই কমছে একের পর এক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম। এতে বিনিয়োগকারীদের লোকসানের পাল্লাও ভারি হচ্ছে। অব্যাহত দরপতনের কবলে পড়ে গত এক সপ্তাহে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন কমেছে প্রায় প্রায় সাতশ কোটি টাকা। এতে চার সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর বাজার মূলধন সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার ওপরে কমেছে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতার শঙ্কা শুরু হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে শেয়ারবাজারেও দেখা দেয় মন্দা প্রবণতা। রাজনৈতিক অস্থিরতার শঙ্কায় শেয়ারবাজারে যে দরপতন শুরু হয় তার ধারা অব্যাহত ছিল গত সপ্তাহজুড়েও। ফলে সপ্তাহজুড়ে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম কমার পাশপাশি কমেছে প্রধান মূল্যসূচক। একই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের গতি। আগের তিন সপ্তাহের মতো গত সপ্তাহের বেশিরভাগ কার্যদিবস হরতাল-অবরোধের মধ্য দিয়ে পার করেছে দেশ। বিএনপি ও সমমনাদের ডাকা এই হরতাল-অবরোধের মধ্যে শেয়ারবাজারের লেনদেন প্রক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক। তবে অধিকাংশ দিন লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। এতে সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে তার তার থেকে বেশি। সপ্তাহজুড়ে বাজারটিতে ৬৩টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৯২টির। এছাড়া ২২২টি প্রতিষ্ঠানের

৭-এর পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শিল্পী সমাজের আয়োজনে শনিবার খুলনা শিল্পকলা একাডেমিতে দিনব্যাপী চিত্রাংকন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে চিত্রশিল্পী বৃন্দ।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের

কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে।
৬. যেকোনো কারণে কোনো আসনে তার নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষিত হলে এবং এই ঘোষণার পর পাঁচ বছর পার না হলে।
৭. দুর্নীতির কারণে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হলে এবং ওই ঘটনার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে।
৮. সরকারি কর্তৃপক্ষ বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি থেকে পদত্যাগ বা অবসরের পর তিন বছর পার না হলে।
৯. সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কে জড়িত থাকলে।
১০. বিদেশি কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে-এমন কোন বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে কর্মরত থাকলে।
১১. এমন কোন কোম্পানি বা ফার্মের অংশীদার হলে- যারা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ বা কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে।
১২. ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা সরকারের সেবাদানকারী কোন সংস্থানের কোনো বিল মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে সাত দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে।
প্রার্থী হিসেবে কেউ যোগ্য হলে পরবর্তী ধাপ হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রকাশিত নির্দেশিকার তথ্য অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রে প্রার্থীর নাম, ঠিকানা, বৈবাহিক অবস্থা, জন্মতারিখ, ভোটার নম্বর, ভোটার তালিকায় ক্রমিক নম্বর, ভোটার এলাকার নাম, উপজেলা, জেলার তথ্য দিতে হবে। মনোনয়নপত্রে আরও যেসব তথ্য দিতে হবে-
১. প্রার্থীর পক্ষে প্রস্তাবকের নাম ও ভোটার নম্বর, সমর্থকের নাম ও ভোটার নম্বর, প্রস্তাবক ও সমর্থকের স্বাক্ষর।
২. মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামার মধ্যে প্রার্থী নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের আয়ের উৎস ও দায়ের বিস্তারিত তথ্য, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণ দিতে হবে।
৩. হলফনামার মধ্যে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সে সম্পর্কিত নথি, বর্তমানে বা অতীতে কোন ফৌজদারি মামলা থাকলে সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যও দিতে হবে।
৪. নির্বাচনে যে অর্থ ব্যয় করবেন, তার উৎসের বিবরণ, নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাংকের নাম, আয়করের তথ্য, সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব, সম্পদের বিবরণী সম্বলিত রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ কপি সংযুক্ত করতে হবে।
৫. যে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পাবেন সেই দলের মনোনয়নের কপি সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে।
৬. স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে ১৯৭২ এর ১২ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে।
৭. জামানত হিসেবে জমাকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালান বা রশিদের কপি জমা দিতে হবে।
৮. পূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে।
৯. এর আগে নির্বাচিত হয়ে না থাকলে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে তিনি যে নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থিতা করবেন তার নাম ও নম্বর উল্লেখ করে ওই এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।
১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১৪ নম্বর বিধান অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাছাইয়ের পর সেটি বাতিল বা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন রিটার্নিং অফিসার। যেসব কারণে একজন সংসদ সদস্যে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হতে পারে-
১. মনোনয়নপত্রে যেসব তথ্যগুলো চাওয়া হয়েছে- সেগুলো যথাযথভাবে পূরণ না করলে।
২. প্রার্থীর নামে ফৌজদারি মামলা থাকলে বা প্রার্থী সে তথ্য গোপন করলে।
৩. প্রার্থী অভিযুক্ত আসামি হলে।
৪. প্রার্থী ঋণ খেলাপি হলে।
৫. এমনকি প্রার্থী মনোনয়নপত্রে ভুলবশত: স্বাক্ষর না করলে।
৬. মনোনয়নপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে।
রিটার্নিং অফিসারের বিবেচনায় একজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হলেও সেই প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য কিছু বিকল্প থাকে। প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে আপিল করতে পারেন।
নির্বাচন কমিশন যদি প্রার্থীর আবেদন বাতিল করে দেন, তখন প্রার্থী হাইকোর্টে আবেদন করতে পারবেন। হাইকোর্ট যদি তার আবেদন মঞ্জুর করেন, তাহলে প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সংসদ নির্বাচনে ২৮ শতাংশ

এবং স্বতন্ত্র থেকে ৭৪৭টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। অর্থাৎ প্রায় এক চতুর্থাংশের বেশি (২৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ) মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে স্বতন্ত্র থেকে। অনেকে বলছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের একটি বিরাট অংশ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ডামি প্রার্থী। কোনো কোনো আসনে দলটির মনোনীত প্রার্থী ছাড়াও একাধিক নেতা স্বতন্ত্র থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। অন্যদিকে দলীয় প্রার্থীদের মধ্যেও অনেকে একাধিক আসনে একাধিক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। রিটার্নিং কর্মকর্তারা বাছাইয়ের সময় একটি মনোনয়নপত্রই গ্রহণ করবেন। ইসির জনসংযোগ পরিচালক জানিয়েছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে তবে ৫টি নির্বাচনী এলাকায় (মেহেরপুর-১, জামালপুর-৫, ময়মনসিংহ-৩, মানিকগঞ্জ-২, চট্টগ্রাম-৪) মনোনয়ন দাখিলকারী দলীয় মনোনয়ন দিতে পারেননি। এছাড়া ঝালকাঠি-১ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দুজনকে দলীয় মনোনয়ন দিলেও পরবর্তীতে ৩০ নভেম্বর মুহাম্মদ শাহজাহান ওমরকে দলীয় প্রতীক বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে চিঠি দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপ নামক রাজনৈতিক দলের একটি মনোনয়ন দাখিল হলেও বাস্তবে এই নামের কোনো নিবন্ধন নাই। মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন শেষে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর সংখ্যা ২৭৪১ উল্লেখ করলেও কয়েকটি আসনে একজন দাখিলকারীর একাধিক মনোনয়নপত্র থাকায় যাচাই বাছাইয়ে ২৭১২জন দাখিলকারীর তথ্য নিশ্চিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে বগুড়া-৭ আসনে ২৫টি। জাতীয় পার্টি-জেপি ২০টি, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল ছয়টি, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ৩৪ টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০৪টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১২টি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ছয়টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ৩৩টি, বিকল্পধারা ১৪টি, জাতীয় পার্টি ৩০৪টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ ৯১টি, জাকের পার্টি ২১৮টি, বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন ৪৭টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১৪টি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ দুটি, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ১৪২টি, গণফোরাম নয়টি, গণফ্রন্ট ২৫টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ১৩টি, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ ৩৯টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ১৮টি, ইসলামী ঐক্যজোট ৪৫টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ৩৭টি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ- বিএমএল ৫টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট ৭৪টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট- বিএনএফ ৫৫টি, বাংলাদেশ কংগ্রেস ১১৬টি, তৃণমূল বিএনপি ১৫১টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ৪৯টি, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি ৮২টি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ এ নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, অনেকেই দল থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও দলীয় মনোনয়নকারীর প্রত্যয়ন জমা দেননি। আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে এমন সংখ্যা বেশি। কয়েকটি, অন্য দলেরও আছে। এমন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় বাতিল হয়ে যাবে। ইসি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বাছাই চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি ৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৭ ডিসেম্বর। রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রতীক বরাদ্দ করবেন ১৮ ডিসেম্বর। নির্বাচনী প্রচার চলবে ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ হবে ৭ জানুয়ারি।

বিএনপির আরও ৩ নেতা বহিষ্কার

বহিষ্কার করা হয়েছে। এর আগে, দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ এ কে একরামুজ্জামান ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শাহ মো. আবু জাফর, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-তাঁতী বিষয়ক সম্পাদক রাবেয়া সিরাজ এবং জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য মো. মাহাবুবুল হাসানকে ২৮ নভেম্বর দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

অবশেষে অর্থছাড় পেলো এনসিটিবি

নতুন শিক্ষাক্রম চালু হচ্ছে। এ দুই শ্রেণির বইয়ের জন্য ১০ কোটির বেশি বই ছাপাতে হবে। এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণির কয়েকটি বই ছাপানোর কাজ শুরু হলেও নবম শ্রেণির প্রায় ৯৭ ভাগ বই মুদ্রণের কাজ শুরুই হয়নি। ছাপাখানার কর্মীরা জানান, নবম শ্রেণির বইয়ের ফর্মা অনেক বড়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম- তিন শ্রেণির মোট বইয়ের প্রায় সমান নবম শ্রেণির বই। তাই এ শ্রেণির বই ছাপানো অনেক সময়ের ব্যাপার। জানুয়ারি মাস পুরোটা কাজ করলে হয়তো ছাপা শেষ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারির আগে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। বই ছাপানো কতদূর এগোলো এনসিটিবি ও ছাপাখানা সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ের মোট বইয়ের ১০ শতাংশ ছাপার কাজ এখনো বাকি। এরমধ্যে নতুন শিক্ষাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির প্রায় দেড় কোটি বই ছাপানো বাকি রয়েছে।
নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৯১ শতাংশ এবং সপ্তম শ্রেণিতে ৭৮ শতাংশ বই ছাপা শেষ হয়েছে। তবে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাণ্ডুলিপি এখনো ছাপাখানায় পাঠানো হয়নি। অষ্টম শ্রেণির ১৪টি বইয়ের মধ্যে ১১টির ডামি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নবম শ্রেণির ৯৭ শতাংশ বই এখনো মুদ্রণে যায়নি। অষ্টম ও নবম মিলে সাড়ে ৫ কোটি বই এখনো ছাপানো বাকি রয়েছে। সবমিলিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ১১ কোটি বই ছাপানো বাকি, যা মোট বইয়ের ৪০ শতাংশ। ছাপাখানা থেকে তুলে এনে পাণ্ডুলিপি দেখলেন উপমন্ত্রী ছাপাখানায় দেওয়ার পর অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইটি তুলে নেওয়া হয়। এনসিটিবি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ছাপাখানায় পাঠানোর পর শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলকে বইটি দেখাতে হয়েছে। উপমন্ত্রী বইটির অনেক জায়গায় সংশোধনী দিয়েছেন। ফলে পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন করে সবেমাত্র সেটি ছাপাখানায় দেওয়া হয়েছে। এতে বইটি ছাপতেও দেরি হবে। বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন এনসিটিবি চেয়ারম্যান ফরহাদুল ইসলামও। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, স্যার এটি করেছেন। তিনি দেখে দেওয়ায় ভালো হয়েছে বলেই আমি মনে করি।' তবে এ বিষয়ে উপমন্ত্রীর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। কয়েক দফা তার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে কল দেওয়া হলেও তা রিসিভ হয়নি। আরআর প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের প্রোপ্রিয়েটর ও বাংলাদেশ মুদ্রণশিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম বলেন, 'সবমিলিয়ে এখনো ৪০ শতাংশ বই ছাপানো বাকি। ডিসেম্বর তো শুরু হলো। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রেসের কাজ চলবে। শতভাগ বই শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দিতে হলে তা ফেব্রুয়ারির আগে সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি।'

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছু

(শিশির) আন্দোলনের আহ্বায়ক রাখাল রাহা। ড. তানজিম উদ্দিন খান বলেন, ১৯৭২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলের অংশীদারত্ব নিশ্চিত করছি না। সবাইকে একই ধরনের পোশাক দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। সবাইকেই ১০ নম্বর জুতা পড়তে দেওয়া হচ্ছে। যার ৮ নম্বর জুতা প্রয়োজন তাকেও দেওয়া হচ্ছে ১০ নম্বর জুতা। অন্যদিকে যার প্রয়োজন ১২ নম্বর জুতো তাকেও দেওয়া হচ্ছে ১০ নম্বর জুতা। এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্রমণ আমরা দেখছি। এই সংক্রমণের আমরা শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি। ভবিষ্যতে আমরা যে প্রজন্ম তৈরি করতে চাচ্ছি, এমসিকিউর মাধ্যমে আমরা তোতা পাখি তৈরি করার চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের কথা বলে আমরা মেকানিক্যাল রোবটিক মানুষ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছি। চার পাশের মানুষের প্রতি যার কোনো অনুভূতি থাকবে না। ১৯৭২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত যেসব শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় রয়েছে, তাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্যই তারা এটা করেছে। তাদের ক্ষমতা নিয়ে আমরা যেন প্রশ্ন করতে না পারি, শুধু আমরা মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে শ্রম দিতে পারি, তাদের জন্য রেমিটেন্স দেশে পাঠাতে পারি; তারা অনেক টাকা খরচ করে পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল দেখিয়ে আমাদের সমর্থন আদায় করবেন- এরকম প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষাক্রম যথোপযুক্ত। সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন বলেন, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন একটি দেশ পাবেন না, যে দেশে তার মাতৃভাষা ব্যতীত শিক্ষায় উন্নত হয়েছে। এমন একটা উদাহরণ কেউ দিতে পারবে না। চাইনিজ ও জাপানিরা তারা তাদের নিজের মাতৃভাষায় পড়ালেখা করে। কারণ প্রত্যেকটি ভাষার একটি মেন্টাল ইমেজ আছে। আপনি যখন মাতৃভাষায় পড়বেন, তখন একটি মেন্টাল ইমেজ তৈরি হয়। মানুষের যখন নাম বলা হয়, তখন তার একটা চেহারা মানুষের মনে ভেসে ওঠে। তেমনি শব্দের একটা চেহারা আছে। বিদেশি ভাষায় পড়লে সেই চেহারা তৈরি হবে না। কিন্তু বর্তমান যে শিক্ষাক্রম চালু হলো, শিক্ষায় যেন বরাদ্দ কম লাগে ও মানুষ যেন ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আরও ধাবিত হয়; এর ফলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবসা ভালো করার উদ্দেশ্যের দিকে এই শিক্ষা ব্যবস্থা। সেমিনারের বক্তব্য রাখেন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সাত্তার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর রাজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলন এবং সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক রাখাল রাহা প্রমুখ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

রিটার্নিং অফিসাকে চিঠি দিয়েছে। ইসি আরও জানায়, বাংলাদেশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপ নামক রাজনৈতিক দলের একটি মনোনয়ন দাখিল হলেও বাস্তবে এই নামের কোনো নিবন্ধন নাই। মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন শেষে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর সংখ্যা ২ হাজার ৭৪১ উল্লেখ করলেও কয়েকটি আসনে একজন দাখিলকারীর একাধিক মনোনয়নপত্র থাকায় পরে যাচাই বাছাইয়ে ২ হাজার ৭১২ জন দাখিলকারীর তথ্য নিশ্চিত হয়েছে।

প্রবাসী অ্যাওয়ার্ড চালু করল

পিটার কেইন। হাইকমিশনার আল্লামা সিদ্দীকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য তুলে ধরার ওপর জোর দেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার। বৈধভাবে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সাদ্দাম হোসেন নাঈম, মোহাম্মদ কাজী আবদুল কাদের, মো. মাহাতাব উদ্দিন খান ও সিফাত বিন আজাদ এবং বাংলাদেশি পণ্য আমদানির জন্য অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মো. শাহিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ মুরাদ ইউসুফ ও নিউজিল্যান্ড প্রবাসী মোস্তাফিজুর রহমান খানকে এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিল্প, সাহিত্য, গবেষণায় অবদানের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ড. মোহাম্মদ আজিজ রহমান ও ফিজি প্রবাসী এ বি এম শওকত আলীকেও অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শ্রম ও কল্যাণ) মো. সালাহউদ্দিনের উপস্থাপনায় জাতীয় প্রবাসী দিবসের এ অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন- এ বি এম শওকত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান খান ও মো. শাহিনুল ইসলাম। বক্তারা বলেন, এ ধরনের অ্যাওয়ার্ড প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে উৎসাহিত করবে। হাইকমিশনের মিনিস্টার ড. দেওয়ান শাহরিয়ার ফিরোজ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দেশে বাড়ছে গ্রিন ফ্যাক্টরির

বা 'লিড' নামে পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। তৈরি পোশাক খাতের বিদেশি ক্রেতারা কোনো কারখানা থেকে পোশাকপণ্য কেনার সময় এলইইডির গ্রিন ফ্যাক্টরির সার্টিফিকেটকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে থাকে। বিজিএমইএ'র তথ্যমতে, বাংলাদেশে সুবজ কারখানা বা গ্রিন ফ্যাক্টরির সংখ্যা ২০৪টি। এর মধ্যে প্ল্যাটিনাম ক্যাটাগরিতে সনদ রয়েছে ৭৪টি। এছাড়া গোল্ড ক্যাটাগরিতে ১১৬টি, সিলভারে ১০টি। আর সার্টিফাইড চারটি। তাছাড়া এখনো গ্রিন ফ্যাক্টরি হতে রেজিস্ট্রেশন বা পাইপলাইনে রয়েছে অনেক কারখানা। মোট ১১০ এর মধ্যে যেসব কোম্পানি ৮০ বা তার চেয়ে বেশি নম্বর পায় তারা প্লাটিনাম সনদ লাভ করে। কোনো কারখানা ৬০ থেকে ৭৯ নম্বর পেলে গোল্ড সনদ পায়, ৫০ থেকে ৫৯ পেলে পায় সিলভার সনদ আর ৪০ থেকে ৪৯ পেলে পায় সার্টিফায়েড সনদ। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি- বিজিএমইএ পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল জানান, গ্রিন ফ্যাক্টরিতে আমাদের দেশ এখনো শীর্ষে রয়েছে। নতুন সনদ পাওয়া দুটিসহ এ বছর গ্রিন ফ্যাক্টরির তালিকায় যুক্ত হয়েছে ২৩টি কোম্পানি। সব মিলিয়ে দেশে এখন গ্রিন ফ্যাক্টরির সংখ্যা ২০৪টি। নতুন প্লাটিনাম সনদ পাওয়া ইন্টিগ্রা ড্রেসেস লিমিটেড বিশ্বের প্রথম ১০টি কারখানার মধ্যে ৪ নম্বরে অবস্থান করছে। তিনি জানান, আমাদের পোশাক কারখানাগুলো সবুজ বিপ্লায়নে ক্রমাগতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্ডার কমে যাওয়া ও বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও সবুজ কারখানায় বিনিয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি আমরা। এতে বহি:বিশ্বে আমাদের ব্র্যান্ডিংয়ে সহায়তা করছে। গ্রিন ফ্যাক্টরি করতে স্বল্প সময়ে বিনিয়োগ বেশি লাগলেও দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়া যাবে।

মশা নিধনে খাল-জলাশয় পরিষ্কার

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি মালিকানাধীন অনেকগুলো নালা, ডোবা, খাল ও জলাশয় পরিষ্কার করা হয়েছে। বড় খাল বিশেষ করে লাউতলা খাল, রূপনগর খাল, সূতিভোলা খালের কচুরিপানা দুটি ফ্লোটিং মেশিন দিয়ে অপসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডের ছোট ও মাঝারি আকারের ডোবা ও জলাশয়ে মশককর্মী ও পরিচ্ছন্নকর্মীর পরিষ্কার কার্যক্রম করছে। সব জলাশয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকবে। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সেলিম রেজা বলেন, 'শুষ্ক মৌসুমে কিউলেক্স মশার উৎপাত বেড়ে যায়। মশার যেহেতু নির্দিষ্ট বাউন্ডারি নেই তাই শুধু ডিএনসিসির মালিকানাধীন খাল ও জলাশয় পরিষ্কার করলে মশা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তাই নগরবাসীকে স্বস্তি দিতে মেয়রের নির্দেশে খাল, ডোবা ও জলাশয়ের মালিক সরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি হলেও আমরা ডিএনসিসি থেকে পরিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। তবে সবাইকে নিজেদের খাল, জলাশয় ও ডোবা পরিষ্কার করতে হবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব নিতে হবে। জলাশয়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা। এ কচুরিপানা পরিষ্কার না করলে আমরা সিটি করপোরেশন থেকে যতই মশার ওষুধ দেই না কেন মশা নিধন করা সম্ভব না। তাই কচুরিপানা পরিষ্কার করার বিশেষ এ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। সেলিম রেজা আরও বলেন, শুষ্ক মৌসুম শুরু হলেও এখনও ডেঙ্গুর প্রকোপ রয়েছে। তাই শুধু কিউলেক্স মশা নয়, এডিস মশা নিধনেও সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। বাসাবাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখাসহ কোথাও যেন পানি জমে না থাকে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

আওয়ামী লীগের ৪০০ স্বতন্ত্র

এনামুল হক, রাজশাহী-৫ আসনে মনসুর রহমান, কুমিল্লা-১ আসনে সুবিদ আলী ভূঁইয়া, কুমিল্লা-১ আসনে নাজিম উদ্দিন আহমেদ। ময়মনসিংহ-৩, ময়মনসিংহ-৯-এর আনোয়ারুল আবেদীন খান, কক্সবাজার-১-এর জাফর আলম, সুনামগঞ্জ-১-এর মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, সুনামগঞ্জ-২-এর জয়া সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম-৪-এর দিদারুল আলম, চট্টগ্রাম-১ আসনে শামসুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১ আসনে মো. পঞ্চগড়-১ আসনে মাজহারুল হক প্রধান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে আবদুল ওয়াদুদ, যশোর-৪ আসনে রণজিৎ কুমার রায়, নোয়াখালী-৬ আসনে আয়েশা ফেরদৌস, হবিগঞ্জ-২ আসনে আবদুল মজিদ খান, কুষ্টিয়া-৪ আসনে আবদুর রউফ, সাতক্ষীরা-৪ আসনে মীর মোশতাক আহমেদ, কুড়িগ্রাম-৪ আসনে জাকির হোসেন, জামালপুর-৪ আসনে মুরাদ হাসান, নওগাঁ-৩ আসনে সেলিম উদ্দিন তরফদার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনে মোহাম্মদ এবাদুল করিম ও ঝিনাইদহ-৩ আসনে শফিকুল আজম খান। গত ২৬ নভেম্বর দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সঙ্গে বৈঠকে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ নিজ আসনে 'ডামি প্রার্থী' দাঁড়ানোর জন্য তার দলের প্রার্থীদের নির্দেশ দেন। তার নির্দেশের ভিত্তিতে দলটির অনেক নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় মনোনয়ন না পেলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে দলীয় ত্যাগী নেতারা 'বিদ্রোহী প্রার্থী' হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কখনও কখনও দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। ইসির তথ্য অনুযায়ী, মোট প্রার্থীর ২৭.৫৩ শতাংশের বেশি স্বতন্ত্র এবং প্রতিটি আসনে গড়ে নয়জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং বিকাশধারা বাংলাদেশসহ মোট ৩০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। অন্যদিকে, ১২টি রাজনৈতিক দল - বিএনপি ও তার সমমনা দল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাম গণতান্ত্রিক জোট - নির্বাচন বয়কট করেছে। কিছু আসনে, একটি রাজনৈতিক দল একাধিক প্রার্থী দিয়েছে। খসড়া তালিকা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। পাঁচটি আসনে দুইজন করে প্রার্থী রয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮৬টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে জাতীয় পার্টি। এটি ১৮টি আসনে দুটি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ২১৮টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে জাকের পার্টি। তৃণমূল বিএনপি থেকে ১৫১ জন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি থেকে ১৪২ জন, বাংলাদেশ কংগ্রেস থেকে ১১৬ জন, জাসদ (ইনু) থেকে ৯১ জন, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি থেকে ৮২ জন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট থেকে ৭৪ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট (বিএনএফ) থেকে ৫৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) থেকে ৪৯ জন, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন থেকে ৪৭ জন, ইসলামি ঐক্যজোটের ৪৫ জন, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ থেকে ৩৯ জন, বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট থেকে ৩৭ জন, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে ৩৩ জন, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ (কেএসজেএল) থেকে ৩৪ জন, গণফ্রন্টের ২৫ জন, জাতীয় পার্টির (জেপি) ২০ জন, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি থেকে ১৮ জন, বিকাশধারা বাংলাদেশ থেকে ১৪ জন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি থেকে ১৩ জন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন থেকে ১৩ জন, গণতন্ত্রী পার্টি থেকে ১২ জন, গণফোরাম শাখা থেকে ৯ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ছয়জন প্রার্থী রয়েছেন। আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এবং সাম্যবাদী দল প্রত্যেকে, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল থেকে পাঁচটি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের দুইটি এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ও জমিয়তে উলেমা-ই-ইসলাম বাংলাদেশ থেকে একজন করে। নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যাচাই-বাছাই করা হবে এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা ১৭ ডিসেম্বর। প্রার্থীরা ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের (আরও) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। আরও ১৮ ডিসেম্বর প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতীক বিতরণ করবেন এবং প্রার্থীরা ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন।

রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমানের মৃত্যুতে

প্রতিমন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমান ২৯ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। মরহুম ওয়ালিউর রহমান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, রাষ্ট্রদূত ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৪২ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে মুজিবনগর সরকারে যোগদান করেন। ওয়ালিউর রহমান একজন গবেষকও ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম ওয়ালিউর রহমানের কুলখানি ও দোয়া অনুষ্ঠান গতকাল শনিবার বাদ আছর ধানমন্ডিতে তার নিজ বাসভবন অনুষ্ঠিত হবে।

মাঠ পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতেই

হয়েছে। কমিশন অনুভব করেছে এ বদলি দরকার। কী ধরনের তথ্য পেয়েছেন তারা- এমন প্রশ্নের জবাবে ইসির অতিরিক্ত সচিব বলেন, সব তথ্য তো ওপেনলি বলা হয় না। নির্বাচন কমিশনাররা মাঠ পর্যায় থেকে যেসব তথ্য পেয়েছে, বিভিন্ন প্রার্থী কিংবা বিভিন্ন কোয়াটার থেকে যে তথ্য এসেছে, তার ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত। তারা মনে করেছে যে, বদলি করা প্রয়োজন। একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন, বড় আকারে রদবদল করা হলে পুলিশ-প্রশাসনে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে, এর দায়ভার ইসি কেন নেবে আর একটা কথা বলেছিলেন, একশ কোটি টাকা ব্যয় হবে, এ টাকা কে দেবে- এমন বিষয় সামনে আনলে তিনি বলেন, একশ কোটি টাকা কেন ব্যয় হবে তাহলে ওই কমিশনারের কাছে জানতে চাইতে হবে। জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারদের (এসপি) বদলির কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না- জানতে চাইলে অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত আমার জানা নেই। পরে যদি কোনো সিদ্ধান্ত হয়, তখন বলতে পারবো। যদি নির্বাচন কমিশন বসে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে এটা হতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু না। রদবদলের ক্ষেত্রে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরির সুযোগ আছে কি না- এমন প্রশ্নে এ কর্মকর্তা বলেন, আমি মনে করি নেই। একজন কর্মচারী যে উপজেলা বা জেলায় দায়িত্ব পালন করুক না কেন, তিনি সুষ্ঠুভাবেই দায়িত্ব পালন করবেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীর নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চাইলে অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে মেসেজ দিয়েছি। এটা পুলিশের উর্ধ্বতনদের ও আমাদের রিটার্নিং অফিসারদের বলেছি। জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব এসেছিলেন, সব বিষয়ে তাদের মেসেজ দেওয়া হয়েছে। কেউ যেন নিরাপত্তার কোনো ঘাটতিতে না ভোগেন। এরপরও যদি কারও গাফিলতিতে কিছু হয়, তার বিরুদ্ধে ইসি খুব স্ট্রং ব্যবস্থা নেবে। সব প্রার্থীদের বডিগার্ড দেওয়া হবে কি না- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা তো সম্ভব হবে না। এত বডিগার্ড দেওয়া যাবে না। তবে নিরাপত্তার দায়িত্ব তো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর। তারা যেন তা নিশ্চিত করতে পারে, সেটাই আমাদের কাম্য। কতগুলো দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে- এমন প্রশ্নে অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, আমাদের নিবন্ধিত যে ৪৪টি রাজনৈতিক দল আছে, তার মধ্যে ২৯টি দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপ পিপলস নামে একটি দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, যেটি আমাদের নিবন্ধিত দল নয়। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে আমরা দুই হাজার ৭১২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল করেছি। পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি এবং একটি স্থানে ডাবল জমা দেওয়ার তথ্য জেনেছি- এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, আওয়ামী লীগ থেকে ৩০৪ জন মনোনয়ন ফরম নিয়েছে। যে পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দেয়নি, সেখানে কী হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে ইসির অতিরিক্ত সচিব বলেন, ওখানে স্বতন্ত্র হিসেবে পূরণ করেনি সে। মনোনয়নপত্রে আওয়ামী লীগ লেখা আছে। সেটা বাছাইয়ের সময় দেখা যাবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় একটি স্বতন্ত্র হিসেবে, আরেকটি দলীয় হিসেবে পূরণ করতে হয়। তিনি (সংশ্লিষ্ট প্রার্থী) দলীয় হিসেবে পূরণ করেছেন বলে রিটার্নিং কর্মকর্তা আমাদের জানিয়েছেন। পরে তার বৈধতা বা অবৈধতা সেটা বাছাইয়ের সময় নির্ধারিত হবে। ইসি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাই চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি ৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৭ ডিসেম্বর। রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রতীক বরাদ্দ করবেন ১৮ ডিসেম্বর। নির্বাচনী প্রচার চলবে আগামী ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ হবে ৭ জানুয়ারি।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে

বলেন, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৬। এটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পরিমাপক কেন্দ্র থেকে ৮৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ অঞ্চলে বলেও জানান রবিউল হক। অন্যদিকে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুসারে, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ভূ-পৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে

নেতাকর্মীরা ভবিষ্যতে আন্দোলনের মাঠে নামবে কিনা এটা সন্দেহ। বিএনপির সর্বনাশা ভুলনীতির জন্য দলে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল বিএনপির সবাই বিএনপির লোক। বিএনপির নেতৃত্বের ওপর হতাশ হয়ে অনেকেই নির্বাচন করেছেন। বিএনপির কেউ যদি দল পরিবর্তন করলে তার ব্যক্তিগত বিষয়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতকে জড়িয়ে প্রোপাগান্ডা পাকিস্তান আমল থেকে শুরু হয়েছে। নির্বাচন এলে ভারত ও আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে প্রোপাগান্ডা হয়। এটা নিয়ে আওয়ামী লীগ চিন্তিত নয়। বিএনপির সাবেক নেতা ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরকে নৌকার প্রার্থী করার বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, অনুপ্রবেশ তো জোর করে আসা। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় এসেছেন। এখানে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার লঙ্ঘন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল পরিবর্তন করা যায়। তিনি বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে এসেছেন। এটা কি অপরাধ জামিনে মুক্তির পর শাহজাহান ওমরের আওয়ামী লীগের প্রার্থী হওয়া নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, এখানে অপরাধের সঙ্গে বিষয়টা তুলনা করতে হবে। প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ হত্যার দায়ে জেলে যেসব হেভিওয়েট নেতারা আছেন তারা দায় এড়াতে পারেন না। তাদের উপস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছে। প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা, পুলিশ হাসপাতালে হামলা, একজন পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে মির্জা ফখরুল, মির্জা আব্বাসের চোখের সামনে। একটা অপরাধের সঙ্গে আরেকটা অপরাধের পার্থক্য বুঝে নিতে হবে। তিনি বলেন, এটা তার (শাহজাহান ওমর) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এটাও গণতন্ত্র। আমার এ দল ভালো লাগে না, আরেক দলে যাবো, সেটা তো আমরা হস্তক্ষেপ করিনি। তিনি স্বেচ্ছায় এসেছেন, তা তার বক্তব্যে বলেছেন। দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বসিয়ে দিতে হস্তক্ষেপ করা হবে কিনা জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, স্বতন্ত্র বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টার কোনো অভিযোগ আমি পাইনি। নির্বাচন করুক, দেখা যাক, যাকে জনগণ চায়, সে-ই জিতবে। নির্বাচনে দলে অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে আওয়ামী লীগ ছাড় দিচ্ছে এমন প্রশ্নে কাদের বলেন, অনুপ্রবেশকারী কারা চিহ্নিত করুন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের হিড়িক পড়া নিয়ে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, এটা তো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। স্বতন্ত্র প্রার্থী যদি হেভিওয়েট কারও সীমানা পেরিয়ে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে যায় সেটা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়। এটাতে আমরা বাধা দিতে পারি না। গণতন্ত্র হল প্রতিযোগিতা। সুষ্ঠু নির্বাচন, সুস্থ প্রতিযোগিতা। এখানে প্রার্থীকে প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করি আমরা। শরিয়তপুরে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো সংঘাত-বিশৃঙ্খলা হলে পুরো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তারা যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটার প্রতি আস্থা থাকবে। বিএনপির রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ বিভক্ত করতে যায়নি বলে দাবি করে কাদের বলেন, কোনো দলকে ভাগ করা আমাদের নীতি নয়। ভুল নীতির জন্য বিএনপির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপিকে ভাঙতে পারেনি এ কথা যারা বড় গলায় বলেন, উঁচু গলায় বলেন, তারা এ কথা সত্য বলছেন না। আজ 'তৃণমূল বিএনপি' এত প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে, এরা সকলেই বিএনপির লোক। বেশিরভাগই বিএনপি থেকে আসা নেতাকর্মী। বিএনপি বলছে ব্ল্যাকমেলই করে তাদের নেতাদের নির্বাচনে আনা হচ্ছে এমন তিনি কাদের বলেন, ব্ল্যাকমেইল করে কাকে নেওয়া হচ্ছে বিএনপির নেতৃত্ব কি এতই দেউলিয়া যে ব্ল্যাকমেলই করলে চলে আসবে। রাজনৈতিক পরীক্ষায় এতই ব্যর্থ যে, কারও ব্ল্যাকমেইলিংয়ে প্রলুব্ধ হয়ে অন্য দলে যাবে। শরিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি বলেন, ১৬ (ডিসেম্বর) তারিখের মধ্যে হয়ে যাবে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কামরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, সুজিত রায় নন্দী, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, উপ-প্রচার সম্পাদক আবদুল আউয়াল শামীম, উপ-দপ্তর সায়েম খান প্রমুখ।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তা পুরোদস্তুর অস্বীকার করতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা হামলার ফলে পিছু হটতে থাকে পাকিস্তানী ফৌজ। নিশ্চিত পরাজয় আঁচ করতে পেরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভিন্ন পথ বেছে নেন। তিনি হস্তক্ষেপ কামনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি পাঠান।
বিজয়রে মাসের চতুর্থ দিনে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী ভারতের আগ্রাসহ বিভিন্ন স্থানে গোলাবারুদ নিক্ষেপ করে। ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সৈন্যরা এ সময় সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়ায় দ্রুত বদলে যায় দৃশ্যপট। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযানের সূত্র ধরে ভারতীয় বিমানবাহিনী পাকিস্তানের উড্ডীয়মান প্রায় সকল বিমান ধ্বংস করে দেয়। এ সময় বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার পাকিস্তানের ১১টি সেভর জেট জঙ্গী বিমান গুলী করে ভূপাতিত করা হয়। এর মধ্যে ঢাকার আকাশ যুদ্ধে ৪টি শত্রু বিমান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এ ছাড়া যশোরে ৪টি এবং লালমনিরহাটে ৩টি হানাদার বিমানকে গুলী দিয়ে আলিঙ্গন করা হয়। আমাদের নবগঠিত বিমানবাহিনীর নব্য বৈমানিকগণও সাফল্যের সাথে আক্রমণ চালিয়ে যান। আমাদের নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈমানিকগণ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলে দখলদার বাহিনীর ঘাঁটিগুলোর উপর সফল আক্রমণ চালিয়ে যান। এভাবেই বিজয়ের পথ ক্রমশ সহজ হয়।
এদিকে এদিন ভারতের পূর্বাঞ্চল সামরিক কমান্ডার লে. জে. জগজীৎ সিং অরোরা কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে বলেন, বাংলাদেশ দখল করার ইচ্ছা ভারতের সেনাবাহিনীর নেই। বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যাতে বাংলাদেশের লোকায়ত সরকার গঠন করতে পারেন আমরা সেই চেষ্টাই করছি মাত্র। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছে এবং মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করে যাচ্ছে।

আকাশভ্রমণে বাড়তি টাকা

মো. আজিজ তাহের খান বলেন, “আমরা ক্রমবর্ধমান ডলারের বিনিময় হারের আলোকে আমাদের বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা ফি সমন্বয় করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের প্রস্তাবটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় বিষয়টি চূড়ান্ত করবে।” যাত্রী ও মালবাহী ভাড়া ডলারের পরিবর্তে টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্তও কার্যকর হবে আগামী জানুয়ারি থেকে। সূত্র অনুসারে, ১৩% হারে ভবিষ্যতের মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে গত মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) বোর্ডের সভায় বিমানবন্দর উন্নয়ন এবং যাত্রী নিরাপত্তা ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মার্কিন ডলারের দাম টাকার বিপরীতে বেড়ে যাওয়ায় বেবিচক-এর লোকসান কমাতে বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে এটি করা হয়েছিল। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ মনিটরের সম্পাদক, কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেছেন যে সময়ে সময়ে বিমানবন্দরের ফি পর্যালোচনা করা বেবিচক-এর জন্য একটি রুটিন কাজ। এই পদক্ষেপের ফলে বিমান টিকিটের দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান তিনি। বর্তমানে সার্কভুক্ত দেশগুলোর যাত্রীরা বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি হিসেবে ৫৪৫ টাকা এবং আন্তর্জাতিক রুটের যাত্রী নিরাপত্তা ফি হিসেবে ৬৫৪ টাকা প্রদান করে। এছাড়াও, সার্ক অঞ্চলের বাইরের দেশগুলির যাত্রীদের জন্য প্রস্তাবিত ফি বিমানবন্দর উন্নয়নের জন্য ১,০৯০ টাকা এবং যাত্রী নিরাপত্তার জন্য ১,০৯০ টাকা। অভ্যন্তরীণ রুটের যাত্রীদের জন্য, প্রস্তাবিত ফি বিমানবন্দর উন্নয়নের জন্য ১০০ টাকা এবং যাত্রী নিরাপত্তার জন্য ৭০ টাকা। মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সিএএবি প্রস্তাব অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক রুটে সার্কভুক্ত দেশগুলোর যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি ৭০০ টাকা এবং যাত্রী নিরাপত্তা ফি ৮৪০ টাকা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সার্ক বহির্ভূত দেশগুলির যাত্রীদের জন্য, বিমানবন্দর উন্নয়ন এবং যাত্রী নিরাপত্তা উভয়ের জন্য প্রস্তাবিত ফি ১,৪০০ টাকা। অভ্যন্তরীণ রুটের যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি ১৫০ টাকা এবং যাত্রী নিরাপত্তা ফি ১০০ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। বেবিচক ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত একটি সময়সূচী নির্ধারণ করে এই প্রস্তাবটি রেখেছে। বাংলাদেশের বিমানবন্দর ব্যবহারকারী যাত্রীদের আন্তর্জাতিক রুটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিমানবন্দর উন্নয়ন ও নিরাপত্তা ফি মার্কিন ডলারে আদায় করা হচ্ছে। দুটি ক্ষেত্রে মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় আনতে মন্ত্রণালয় থেকে ফি দুটি বিদ্যমান মার্কিন ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশি টাকায় নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়।

নির্বাচন হতে হবে সবার অংশগ্রহণে

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হতে যাচ্ছে-এটা বলার জন্য কি এই পরিস্থিতি জাতিসংঘের জন্য যথেষ্ট নয় প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র বলেন, আমি আপনাকে আগে যা বলেছি, তাই বলব। বাংলাদেশি অন্য কিছু সাংবাদিককে মহাসচিবের পক্ষ থেকে বলেছি-আসন্ন নির্বাচন, যা হতে যাচ্ছে, তাতে যারা অংশগ্রহণ করছেন, এর অংশীদার, জনগণ, বিভিন্ন দল, মিডিয়া সবাইকে শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে হবে। স্টিফেন ডুজারিকের কাছে আরেক প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে আগ্রহী বাংলাদেশি জনগণ। ক্ষমতাসীন দল অভিযোগ করছে বিএনপিসহ অল্প কয়েকটি দল ২৮ অক্টোবর থেকে হরতাল-অবরোধের নামে জনজীবনে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। রাজনীতির নামে এমন বিচ্ছিন্ন ঘটনায় জাতিসংঘের কি কোনো পরামর্শ আছে এ প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন ডুজাররিক বলেন, নির্বাচনে জড়িত সবাই, সরকার, বিরোধী দল, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ সবাইকে একসঙ্গে এটা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জনগণ অবাধে নিজেদের মতপ্রকাশ করতে পারে, অবাধে ভোট দিতে পারে এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে সবার অংশগ্রহণে ও শান্তিপূর্ণভাবে।

রাজধানীতে ট্রেন ধাক্কায় আহত

লোকদের কাছ থেকে জানা যায়, ওই ব্যক্তি হেটে রেললাইন পার হচ্ছিল। একটি ট্রেনের ধাক্কায় সে আহত হয়। আহত ব্যক্তির কাছে থাকা মোবাইলের মাধ্যমে তার স্বজনদের খবর দেওয়া হয়। হাসপাতালে মৃত শাহাদত হাওলাদারের শ্যালক রেজাউল হাওলাদার জানান, তাদের বাড়ি বরগুনা সদর উপজেলার খাকবুনিয়া গ্রামে। শাহাদতের বাবার নাম মৃত নুরমোহাম্মদ হাওলাদার। বর্তমানে তেজগাও নাবিস্কো এলাকায় থাকতেন তিনি। সেখানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। রাতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যের মাধ্যমে খবর পাওয়া যায় ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন শাহাদত। পরে চিকিৎসাধীন সে হাসপাতালে মারা যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো। বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বছর পূর্তিতে কাপ্তাই

আওয়ামী লীগ সভাপতি দীপংকর তালুকদারের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাওয়াল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি বৃষ কেতু চাকমা, হাবিবুর রহমান, মো. রফিকুল মাওলা, যুগ্ম সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন, জেলা যুবলীগ সভাপতি ও পৌরসভা মেয়র মো. আকবর হোসেন চৌধুরী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজাহান, জেলা মৎস্যজীবী লীগ সভাপতি উদয়ন বড়ুয়া, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ চাকমা প্রমুখ। সভায় দীপংকর তালুকদার বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ের দীর্ঘ দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ হয়েছে। এ চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে সরকার আন্তরিক। তিনি আরও বলেন, শান্তি চুক্তির পর থেকে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টিসহ শান্তির সুবাতাস ফিরে এসেছে। পাহাড়ের শান্তির এই ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে র‌্যালি, আলোচনা সভা, রাঙামাটিতে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে শান্তি র‌্যালি ও নৌকা বাইচ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলার অন্যান্য উপজেলাতেও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

ইসির সঙ্গে ইইউ বিশেষজ্ঞ দলের

এবং ক্রেডিবল যাতে হয়, সেটি নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কারিগরি বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে বেলা ১১টায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংস্থাটির নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ ডেভিড নোয়েল ওয়ার্ড, নির্বাচনি বিশ্লেষক আলেকজান্ডার ম্যাটাস, সুইবেস শার্লট এবং আইন বিশেষজ্ঞ রেবেকা কক্স উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইইউ ছাড়াও বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার ৮৭ জন পর্যবেক্ষক আসার জন্য আবেদন করেছে। এ ছাড়া ৩৪টি দেশ ও চারটি সংস্থার মোট ১১৪ জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইসি। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আবেদন করার শেষ সময় ৭ ডিসেম্বর। এরই মধ্যে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শেষ হয়েছে।

এতে দুই হাজার ৭৪১টি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে। এগুলো বাছাই চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি ৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৭ ডিসেম্বর। রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রতীক বরাদ্দ করবেন ১৮ ডিসেম্বর। নির্বাচনি প্রচার চলবে ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ হবে ৭ জানুয়ারি।

বিএনপি নেতা জিকে গউছকে সিলেটে

বিচার ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হবে। এজন্য সিলেট কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এরপর তাকে আবার হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে আনা হবে। এর আগে গত ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় জিকে গউছকে গ্রেপ্তার করে রাজধানীর মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে কারাগারে পাঠানো হয়। সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. আবু জাহিরকে হত্যা ষড়যন্ত্রের মামলায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। জিকে গউছ আওয়ামী লীগের এই দুই নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করেছিলেন। এ ঘটনায় ২০১৫ সালের ২৮ আগস্ট হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়।

পিরোজপুর জেলা ছাত্রলীগের কমিটি

কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। পরে তা আবার ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। তবে জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ওই কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৭ নভেম্বর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আল নাহিয়ান খান ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনিরুজ্জামান অনিককে সভাপতি ও ইফতেখার মাহ-ামুদ সজলকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০ জনকে সহসভাপতি, ৬ জনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ৪ জনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট একটি আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর আগে ২০১৮ সালের মে মাসে জাহিদুল ইসলামকে সভাপতি ও অনিরুজ্জামান অনিককে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি। ওই কমিটি প্রায় ৪ বছর তাদের কার্যক্রম চালান। স্থানীয় আ.লীগসহ ছাত্রলীগের একাধিক সূত্র জানান, আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে সংগঠনের কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করায় আ.লীগ মনোনীত প্রার্থীর ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে। জেলার ৩টি আসনে আ.লীগ মনোনীত প্রার্থী রয়েছে। স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দাবি বর্তমান জেলা কমিটি গঠনের পর থেকে জেলার সর্বত্র দ্রুত গতিতে ও সুন্দরভাবে সংগঠনের কাজ চলছে। এ বিষয়ে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদকের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন দিলেও তারা ফোন রিসিভ করেননি। তাই তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, এর আগে গত বছরের ২১ জানুয়ারি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি ওই সময়ের জেলা সভাপতি সম্পাদকের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করেন। ওই কমিটি স্থগিতের প্রায় ১০ মাস পর ওই বছরের ৭ নভেম্বর অনিক-সজলের ওই কমিটি ঘোষণা করেন।

পিরোজপুরে বিএনপি-যুবদলের ২

যুগ্ম আহ্বায়ক মো. অহিদুল ইসলামকে দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির সূত্রে জানা গেছে, ওই একই রাতে জেলা দপ্তরের দায়িত্বে থাকা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তানজিদ হাসান শাওন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে এবং জেলা যুবদলের আহ্বায়ক মারুফ হাসান ও সদস্য সচিব এমদাদুল হক মাসুদে যৌথ সিদ্ধান্তে জেলার নাজিরপুর উপজেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সরদার গোলাম রাব্বানীকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সরদার গোলাম রাব্বানী ও জেলার ভান্ডারিয়া পৌরসভা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. অহিদুল ইসলাম উভয়কে দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। একই সঙ্গে তাদের দলের প্রাথমিক সদস্য পদ বাতিলের জন্য সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন বলেন, জেলার ভান্ডারিয়া পৌরসভা বিএনপির ওই নেতার বিরুদ্ধে সংগঠনের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগ পাওয়ায় তাকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়াসহ প্রাথমিক সদস্য পদ থেকেও অব্যাহতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে অব্যাহতি দেওয়া ওই নেতার সঙ্গে মোবাইলফোনে কথা বলতে কল দিলে তিনি তা রিসিভ না করায় তার কোনো বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। পিরোজপুর জেলা যুবদলের অহ্বায়ক মারুফ হাসান জানান, বিএনপির চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ না নিয়ে গোলাম রাব্বানী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনীয় প্রচার-প্রচারণায় অংশ নেওয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। উপজেলা যুবদলের দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ওই নেতা বলেন, এর আগে উপজেলা যুবদলের কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ার সময় আমি দলের সভাপতি ও সম্পাদকের পদ বাণিজ্যের অভিযোগ এনে সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু জেলা কমিটি তখন তা গ্রহণ করেননি। তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সংগঠনের কার্যক্রম চালাতে পারছেন না।

চার সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন

শেয়ার ও ইউনিটের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম অপরিবর্তি থাকা বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে ফ্লোর প্রাইসে (সর্বনিম্ন দাম) আটকে রয়েছে। ক্রেতা না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট বিক্রি করতে পারছেন না বিনিয়োগকারীরা। দাম কমার তালিকা বড় হওয়ায় সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৭১ হাজার ৮১৬ কোটি টাকা। যা গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ছিল ৭ লাখ ৭২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর বাজার মূলধন কমেছে ৬৭৫ কোটি টাকা বা শূন্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। আগের তিন সপ্তাহে বাজার মূলধন কমে ১২ হাজার ৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ চার সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন ১২ হাজার ৭১২ কোটি টাকা কমেছে। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স কমেছে ১০ দশমিক ৬৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ২৩ দশমিক ৪৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ। এর আগের সপ্তাহে ডিএসইএক্স সূচক কমে ১৪ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ তিন সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ৪৮ পয়েন্ট কমে গেছে। প্রধান মূল্যসূচক কমলেও বেড়েছে বাছাই করা ভালো কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক। গত সপ্তাহজুড়ে এই সূচকটি বেড়েছে এক দশমিক ৬১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ১২ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। তার আগের সপ্তাহে কমে ৮ দশমিক ৯০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪২ শতাংশ। আর ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই শরিয়াহ সূচক গত সপ্তাহে বেড়েছে শূন্য দশমিক ৬৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ৬ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ। তার আগের সপ্তাহে কমে ৩ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৪ শতাংশ। প্রধান মূল্যসূচক কমার পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণও কমেছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৩৮১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় ৪০০ কোটি ৪২ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড় লেনদেন কমেছে ১৮ কোটি ৮৪ লাখ টাকা বা ৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। আর সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে মোট লেনদেন হয়েছে এক হাজার ৯০৭ কোটি ৯১ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে মোট লেনদেন হয় ২ হাজার ২ কোটি ১০ লাখ টাকা। সে হিসাবে মোট লেনদেন কমেছে ৯৪ কোটি ১৯ লাখ টাকা বা ৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে সব থেকে বেশি লেনদেন হয়েছে খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৮৭ কোটি ৫৩ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৮২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। ৬৯ কোটি ৯৩ লাখ টাকা লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইয়াকিন পলিমার। এছাড়া লেনদেনের শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- ফু-ওয়াং ফুড, সি পার্ল বিচ রিসোর্ট, প্যাসিফিক ডেনিমস, ফু-ওয়াং সিরামিক, এমারেল্ড অয়েল, জেমিনি সি ফুড এবং বিডি থাই অ্যালুমেনিয়াম।

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের সঙ্গে দ্রুত ও

ও ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সড়ক ও জনপথ অধিদফতরকে। জানা গেছে, এই অর্থনৈতিক অঞ্চলটি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের সাধুরচর, শীলচর, মোশার-রফ চর ও পীরেরচর এলাকায় অবস্থিত। এটি চট্টগ্রাম থেকে ৬০ কিলোমিটার, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৭০ কিমি, ঢাকা থেকে ২০০ কিমি এবং সিলেট থেকে ৩৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘বেপজা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন ২০১৮’ এর মঞ্চ থেকে ভিডিওর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে ১ হাজার ১৫০ একর জমিতে ‘বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল’ এর ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৪টি বিদেশি এবং স্থানীয় কোম্পানি তাদের কারখানা স্থাপনের জন্য বেপজার সঙ্গে ইজারা চুক্তি করেছে। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত চীনের মালিকানাধীন কেপিএসটি সু (বিডি) কোম্পানি লিমিটেড, জাপানের নিপ্পন স্টিল, ম্যাকডোনাল্ড স্টিল, পেইন্টস, সামুদা ফুড ও ম্যারিকো কোম্পানি উৎপাদন শুরু করেছে। বেজা সূত্র জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় টুএ ও টুবির (বিজিএমইএ গার্মেন্টস পল্লী) ভেতরে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা খরচে ২৩ কিলোমিটার ২ লেনের রাস্তা ও ২৯ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে টুএ ও টুবিতে (বিজিএমইএ গার্মেন্টস পল্লী) বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো চাইলে এখনই জমি বুঝে নিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারবে। কেন্দ্রীয়ভাবে এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপন করে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে উন্নয়ন অংশীদারের সঙ্গে কাজ করছে বলেও জানায় বেজা। বেজার দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, বেজা ও বিজিএমইএসহ সব বিনিয়োগকারী একসঙ্গে কাজ করলে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথ অনেক সহজ হবে। সংশ্লিষ্টদের একসঙ্গে কাজ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের উন্নয়নে এগিয়ে আনতে হবে। বেজা জানিয়েছে, চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় প্রায় ৩৩ হাজার একর নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর' স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এ শিল্পনগরে এখন পর্যন্ত দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে উৎপাদন শুরু করেছে। যেগুলোর উৎপাদন কাজ গত ২০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। আরও ২১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে উৎপাদনে যাবে। এই শিল্পনগরে প্রায় ১৫ লাখ মানুষের কাজের সুযোগ হবে বলেও জানায় বেজা। ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার সংযোগকারী সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮ হাজার ২৩১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সড়ক বাঁধে মাটির কাজ করা হবে। ১২৯ দশমিক ৫৬২ কিলোমিটার বিদ্যমান পেভমেন্ট প্রশস্ত করা হবে। তা মজবুত করা হবে। প্রকল্প এলাকায় আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ করা হবে। ৪৯টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। ব্রিক মেশিনারি টো-ওয়াল ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল করা হবে। প্রকল্পটি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি’তে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় উচ্চ অগ্রাধিকার বিশিষ্ট প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে। সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন এবং ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ১৪৯.৭৩০ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি যথাযথ মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে দ্রুত ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। জুন ২০২২ এ জারিকৃত ‘সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা’ এর ৩.২.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বে হওয়ায় প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য। এমন অবস্থায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদফতর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে উন্নয়ন ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদের খান জানিয়েছেন, ‘নগরায়নের সমস্যা মোকাবিলায় একটি স্মার্ট শিল্প শহরই হতে পারে নিখুঁত চিকিৎসা। এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে চালিত করে এবং এর বিকাশকে উৎসাহিত করে। এটি পর্যাপ্ত শহুরে অবকাঠামো প্রদানের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তাকেও নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত দিকগুলোর ক্ষেত্রে আইসিটি এবং অন্যান্য উপায়গুলো ব্যবহার করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, নগর ব্যবস্থাপনা এবং পরিষেবাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করে। যা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।’ পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান জানিয়েছেন, ‘প্রকল্পটি যথাযথ মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে দ্রুত ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্মার্ট শিল্পনগরীতে রূপান্তর করতে বেজা মহাপরিকল্পনা তৈরি করছে। যাতে সমুদ্রবন্দর, রেল ও সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেরিন ড্রাইভ এবং আবাসিক এলাকার মতো সামাজিক অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে পর্যটন, পার্ক, হাসপাতাল, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা হবে।’

ভূমিকম্পে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩

শিক্ষার্থীরা জানান, বঙ্গবন্ধু হলের পাঁচতলার দক্ষিণ পাশের ব্লকের ৫০৪ নম্বর কক্ষের সামনের করিডরের মেঝের দুটি টাইলস উঠে গেছে। একই তলায় নতুন ও পুরাতন ব্লকের সংযোগস্থলের করিডোরে ফাটল দেখা গেছে। পাশাপাশি দক্ষিণ ২০৪ ও ২০৫ নং কক্ষের মাঝের সংযোগস্থলে পুরো পাঁচতলাব্যাপী ফাটল লক্ষ্য করা গেছে। এ ছাড়া ২০৯ নং কক্ষেও ফাটল দেখা যায়। এছাড়া নজরুল হলের দোতালার ২০৭ নম্বর কক্ষের দেয়ালে, টিভি রুমের সামনের পিলারের সংযোগস্থলে নতুন ফাটল দেখা গেছে। ফয়জুন্নেছা হলের পাঁচতলার ৫১১ নম্বর কক্ষে, ৫০৩ নম্বর কক্ষের ফাটল এবং চারতলার ৪০৩ নম্বর সামনের করিডোরে ফাটল দেখা গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ৫১৯ নং কক্ষের আবাসিক শিক্ষার্থী এমরান হোসেন বলেন, ভূমিকম্পের সময় আমরা নিচে নামতে পারিনি। কম্পন থামলে দক্ষিণ ব্লকে পাশাপাশি দুটি টাইলস ওপরের দিকে হালকা উঠে থাকতে দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম হলের ২০৭ নম্বর কক্ষের আবাসিক শিক্ষার্থী এহসান জানান, প্রথমে আমরা কিছু বুঝতে পারিনি। ঝাঁকুনির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা সবাই দৌড়ে বাইরে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর রুমে এসে দেখি দেয়ালে ছোটবড় কিছু ফাটল তৈরি হয়েছে। নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী হলের আবাসিক শিক্ষার্থী সুমাইয়া চৌধুরী আনিকা বলেন, প্রথমে ছোটোখাটো কম্পন ভেবে রুমের দিকে আসছিলাম সবাইকে বলতে যে, এত নড়ছে কেন! গাড়ি যাওয়াতে ফয়জুন্নেসার পাশ দিয়ে প্রতিনিয়ত কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য বড় বড় মালবাহী গাড়ি যাওয়াতে হালকা কেঁপে উঠে। কিন্তু গোসলখানা থেকে রুমে আসার পথে দেখি ছাঁদ আর আমার রুমের পাশের জয়েন্ট আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে বাকি নেই ভূমিকম্প। হল প্রভোস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা পুরো বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান। যোগাযোগের পর বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট তোফায়েল আহমেদ মজুমদার সরেজমিনে ফাটলগুলো পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, বিষয়টি দেখার জন্য দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দপ্তরে কথা বলবেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) মো. আবদুল লতিফ বলেন, আমি বিষয়টা জানতাম না। যদি স্ট্রাকচারাল কোনো সমস্যা হয় তবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেব। যদি সত্যিই ভূমিকম্পের কারণে স্ট্রাকচারাল কোনো সমস্যা হয়, তবে তা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। এই বিষয়ে আমরা নিজেরা খোঁজ নিয়ে এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

দুই শতাধিক শ্রমিক আহত : কুমিল্লায় ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে দুই শতাধিক গার্মেন্টকর্মী আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ছুপুয়া এলাকায় অবস্থিত আমির শার্ট গার্মেন্টে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া বলেন, আহতদের সেবায় আমাদের একাধিক টিম কাজ করছে। এ পর্যন্ত কতজন ভর্তি হয়েছেন সেটার সঠিক সংখ্যা বলা যাচ্ছে না। তবে এ সংখ্যা দুই শতাধিক হবে। এ ছাড়া একের পর এক আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে। আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তবে কেউ গুরুতর আহত হয়নি। চৌদ্দগ্রাম থানার ওসি ত্রিনাথ সাহা জানান, ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে অনেকে আহত হয়েছেন বলে শুনেছি। আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।

মসজিদে ফাটল: ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট কম্পনে কুমিল্লার একটি মসজিদে ফাটল ধরেছে। এ সময় মসজিদের দেয়ালের ফাটল ও তিনটি টাইলস খসে পড়ে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। গতকাল শনিবার সকালে সাড়ে ৯টার পর কুমিল্লার লাকসাম পৌরসভার বাগবাড়িয়া জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটেছে। মসজিদের মুসল্লি ও স্থানীয় বাগবাড়িয়া তালিমুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মো. হাসান আহমেদ বলেন, তীব্র কম্পনে মসজিদটিতে ফাটল ধরে। এ সময় তিনটি টাইলস খসে পড়েছে। কোনো হতাহত হয়নি। ঘটনার পর স্থানীয়দের জানিয়েছি। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ফারজানা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গতকাল শনিবার সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভব হয়। ভূমিকম্পের উৎপত্তি কুমিল্লা অঞ্চলের রামগঞ্জ এলাকার ২৩ দশমিক ১৩৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা পাঁচ দশমিক ছয় মাত্রা।

সিরাজগঞ্জে জোড়া খুনের মামলায় গ্রেপ্তার ৩

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ইছামতি গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ভাই-ভাতিজাকে খুনের পলাতক তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। গতকাল শনিবার ভোর ৪টার দিকে গাজীপুর জেলা সদরের পূর্ব বাংলা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন- সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ইছামতি গ্রামের মৃত আজাহার আলী খানের ছেলে মো. দুলাল খান (৪২), একই গ্রামের আবদুল মজিদ খানের ছেলে মো. আসাদুল খান (৩৫) ও দুলাল খানের ছেলে মো. ইউনুস খান (২২)। গতকাল শনিবার বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‌্যাব-১২ সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেন, ইছামতি গ্রামের মো. হাবিবুর রহমান খানের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ ছিল আসামিদের। এর জেরে চলতি বছরের ১৯ অক্টোবর রাতে হাবিবুর রহমান খানের ছোট ভাই আল-আমিন খান ও ভাতিজা আলামিন শেখকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায় তারা। এতে ঘটনাস্থলেই আল আমিন খান মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ভাতিজা মো. আলামিন শেখ। এ ঘটনায় হাবিবুর রহমান খান বাদী হয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। গতকাল শনিবার ভোরে গাজীপুর জেলা সদরের পূর্ব বাংলা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ মামলার তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারদের সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঢাবিতে ভূমিকম্প আতঙ্কে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে শিক্ষার্থী আহত

স্টাফ রিপোর্টার : ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে হলের ২য় তলা থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে পায়ের গোড়ালি আঘাত পেয়ে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র। তার নাম মিনহাজ (২১)। ঢাবির ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র তিনি। সূর্যসেন হলের ২৩৩ নম্বর রুমে থাকেন তিনি। গতকাল শনিবার সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটের দিকে ভূমিকম্পের সময় লাফ দিয়ে আহত হন মিনহাজ। সহপাঠীরা জানান,সকালে যখন ভূমিকম্প হয় তখন মিনহাজ ঘুমাচ্ছিলেন। টের পেয়ে তাড়াহুড়ো করে বের হওয়ার জন্য ২য় তলার রুমের জানলা দিয়ে নিচে লাফ দেন তিনি। তখনই ডান পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পান তিনি। সহপাঠীরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে ঢাবির মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যান। সেখান থেকে দুপুরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া জানান, ওই শিক্ষার্থীর ডান পায়ের গোড়ালিতে ফ্র্যাকচার হয়েছে। ১০১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। তার পায়ে প্লাস্টার করা হয়েছে।

উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দেওয়া এমপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইলে মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রমের শুরুতেই সদ্য পদত্যাগ করা উপজেলা চেয়ারম্যানেরটি বাতিল বলে ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক মো. কায়ছারুল ইসলাম। গতকাল শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চারটি আসনের মনোনয়নপত্র বাছাই করা হয়। আসনগুলো হলো, টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়) টাঙ্গাইল-২ (ভুয়াপুর-গোপালপুর) টাঙ্গাইল- ৩ (ঘাটাইল) এবং টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী)। জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা কায়ছারুল ইসলাম এবং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা মনোনয়নপত্র বাছাই করেন। এ সময় টাঙ্গাইল-২ আসনের ইউনুছ ইসলাম তালুকদার ঠান্ডুর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা কায়ছারুল ইসলাম বলেন, দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১০ জন ভোটারের মধ্য একজন ভোটারকে না পাওয়ার কারণে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। ইউনুছ ইসলাম তালুকদার ঠান্ডু জানান, এ বিষয়ে তিনি আপিল করবেন। মনোনয়নপত্র বাছাইকালে প্রার্থী, প্রার্থীর প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী এবং আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া আজ রোববার চারটি আসনের মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে।

মেহেরপুরে বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুর: জেলার সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে কলা ব্যবসায়ীর ঘরের ছাঁদ থেকে দুইটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ও র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব-১২)। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে পিরোজপুর গ্রামের নঈমুদ্দীনের ছেলে কলা ব্যবসায়ী মিঠুন আলীর বাড়ির ছাঁদ থেকে ওই বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, মিঠুন আলীর বাড়ির ছাদে কে বা কারা একটি সিমেন্টের ব্যাগে লাল কসটেপ মোড়ানো দুইটি বোমা সদৃশ কৌটা ও পত্রিকার কাগজে মোড়ানো অবস্থায় একটি অজ্ঞাত বস্তু দেখতে পান। পরে পুলিশ ও র‌্যাবকে খবর দিলে, তারা বস্তু দুটি পানি ভর্তি বালতিতে করে থানায় নিয়ে যায়। মেহেরপুর সদর থানার ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছে এটা ষড়যন্ত্র। বাড়ির মালিক মিঠুনকে ফাঁসাতে তার প্রতিপক্ষরা বাড়ির ছাদে বোমা সদৃশ বস্তু রেখে গেছেন। তবে, বস্তু দুটি বোমা কিনা পরীক্ষা করার জন্য খুলনা থেকে বোমা ডিসপোজাল ইউনিট আসছে। তাদের পরীক্ষার পর এটা বলা যাবে। এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়েছে।

নোয়াখালীতে চাঁদা না দেওয়ায় একই পরিবারের ৬ জনকে কুপিয়ে জখম

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চাঁদা না দেওয়ায় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকসহ ছয়জনকে কুপিয়ে জখম করেছে বাজার কমিটির লোকজন। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নের গাংচিল বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, গাংচিল বাজারের রাজ গার্মেন্টসের মালিক শাহরাজ উদ্দিন (৩১), হাজী মুস্তাফিজুর রহমান (৮৩), মো. বেলায়েত হোসেন (৬৩), ওমর ফারুক (৩৮), শাহাব উদ্দিন (৬৩) ও ইমাম হোসেন খান (৫৬)। স্থানীয়রা জানায়, ব্যবসা করতে হলে গাংচিল বাজারের রাজ গার্মেন্টসের মালিক শাহরাজ উদ্দিনের কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. রাজীব খান। টাকা না দেওয়ায় বিভি-ন্ন সময় তিনি ওই ব্যবসায়ীকে হুমকি দিয়ে আসছিলেন। গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দেশীয় অস্ত্রসহ রাজিব ও তার সহযোগীরা রাজ গার্মেন্টস নামের কাপড়ের দোকানে হামলা ও ভাঙচুর চালান। এতে ওই দোকানের ছয়জন আহত হন। এ হামলার ২ মিনিট ৫১ সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। রাজ গার্মেন্টসের মালিক শাহরাজ উদ্দিন জানান, বাজারে ব্যবসা করতে হলে আমার কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজিব। আমি না দেওয়ায় বিভিন্ন সময় তারা হুমকি দিয়ে আসছিলেন। চাঁদা না দিলে ব্যবসা করতে দেবে না। এর জেরে গত শুক্রবার রাতে রাজিব সন্ত্রাসী নিয়ে দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। পাশাপাশি আমার দাদা, চাচা, ভাইসহ ছয়জনকে কুপিয়ে জখম করে। আহত শাহরাজ উদ্দিনের ভাই রবিউল হোসেন জানান, দেশীয় অস্ত্র দিয়ে একের পর এক কোপ দিয়ে ছয়জনকে জখম করে সন্ত্রাসীরা। তাদের কোপে আমার দাদা হাজী মুস্তাফিজুর রহমান মারা গেছেন এমন খবর শুনে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য আবদুল হক জানান, হাতাহাতির খবর শুনে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি আহতরা পড়ে আছেন। পরে পুলিশকে জানাই এবং অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে আহতদের হাসপাতালে প্রেরণ করি। দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এভাবে জখম করা মর্মান্তিক ঘটনা। অভিযোগের বিষয়ে জানতে বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. রাজীব খানের মোবাইল ফোনে একাধিক বার কল হলেও ফোন রিসিভ না করায় তার কোনো বক্তব্য নেওয়া যায়নি। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি প্রণব চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তুচ্ছ ঘটনায় এমনটা ঘটেছে। আমরা ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করেছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে শিক্ষাঙ্গনে বাড়ছে অস্থিরতা

দেশে চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বেশ ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্র করে, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা এগিয়ে আনা হয় নভেম্বরে। ভর্তি কার্যক্রমও চলতি মাসেই হবে। কিন্তু এরিমধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। অবরোধে বিভিন্ন স্থানে চলছে আগুন-ভাঙচুর। এমন বাস্তবতায় বাবা-মায়েরা সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায়। সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে সবসময় ভয়ের মধ্যে আছেন তারা। সরকারবিরোধী রাজনৈতিক জোটের টানা কর্মসূচিতে শিক্ষাঙ্গনে বাড়ছে অস্থিরতা। ইতোমধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। লাগাতার হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচিতে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শেষ প্রান্তিক মূল্যায়নও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫ নভেম্বরের পরিবর্তে এ দুটি শ্রেণির নতুন শিক্ষাক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন আগামী ৯ নভেম্বর ধার্য করা হয়। কিন্তু গ্রামের তুলনায় শহরের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন স্কুল প্রধানরা। অবশ্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) থেকে জানানো হয়েছে যেসব শিক্ষার্থী হরতাল কিংবা অবরোধে স্কুলে আসতে পারছে না তাদেরকে স্কুলে অনুপস্থিত দেখানো যাবে না। আগামী ১৫ নভেম্বর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু কর্মদিবসগুলোয় টানা রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকায় ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। উদ্বেগ তৈরি হয়েছে পরীক্ষা আয়োজন নিয়েও। একই অবস্থা উচ্চশিক্ষায়ও। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হরতাল-অবরোধের মধ্যে করোনাকালের মতো অনলাইনে ক্লাস শুরু করেছে। তবে পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে তাদেরও। অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কারণ যাতায়াত যদি নিরাপদ না থাকে, তাহলে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক সবাই চিন্তিত থাকবেন। এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের প্রয়োজন। রাজনৈতিক মতবিরোধ, সমাবেশের অধিকার, এজেন্ডা বাস্তবায়নের কর্মসূচিতে শিক্ষার মতো বিষয়গুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়- তা দেখার দায়িত্বও রাজনৈতিক দলগুলোর। শিক্ষার্থীদের বিষয়েও নেতাদের ভাবা উচিত। আমরা এ থেকে পরিত্রাণ চাই। এমনিতেই আমাদের ক্রমাবনতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা করোনায় হোঁচট খেয়েছে। দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার গতি কমে এসেছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া ও বাল্যবিবাহ বেড়ে গেছে। তাই এ রাজনৈতিক বিদদের সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হলো আলাপগুআলোচনা। রাজনৈতিক বিরোধে শিক্ষার্থীরা কেন বলির পাঁঠা হবে? শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে যাতে নতুন কোনো অনিশ্চয়তা তৈরি না হয়, সে ব্যাপারে সরকারি দল, বিরোধী দল-সব পক্ষকেই দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।

যৌক্তিক কারণ ছাড়াই বেড়েছে চালের দাম

চালের বাজার গত কয়েক মাস স্তির থাকার পর ফের দাম বাড়ার তালিকায় উঠে এসেছে প্রধান খাদ্যশস্য চাল। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি বাজারে বস্তা প্রতি (৫০ কেজি) চালের দাম বেড়েছে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। তাতে খুচরায় কেজিতে ৪ থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে যৌক্তিক কারণ ছাড়াই। তবে চালের দাম বাড়ায় বড় চাপে পরেছেন ক্রেতারা। নিত্যপন্যের বাজারে অস্থিরতা কমছে না। চাল ব্যবসায়ী ও চালকল মালিকরা (মিল মালিক) বলছেন, অবরোধ ও হরতালের কারণে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং মৌসুমের শেষ দিকে সরবরাহ কমে যাওয়ায় চালের দাম বেড়েছে। ডিসেম্বরের শুরুতে বাজারে নতুন চাল এলে তখন দাম কমে আসবে। তবে যেকোনো পণ্যের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের অজুহাত থাকেই। চালের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত, মিল মালিকদের কারসাজিতে নতুন করে চালের বাজারে এই অস্থিরতা। নানা অজুহাতে তাঁরা দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছেন। পাইকারিতে দাম বাড়ায় খুচরায়ও এর প্রভাব পড়েছে। বাজারে নতুন চাল না আসা পর্যন্ত এই দাম কমার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এরইমধ্যে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আগাম ধান কাটা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে ধান কাটা ও মাড়াই চলছে। ফলে এখন চালের দাম বাড়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তার পরও বাজারে চালের দাম বাড়ছে। এতে করে মূল্যস্ফীতি মানুষের জীবনযাত্রার ওপর সরাসরি আঘাত করছে, আর এর সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হন স্বল্প আয়ের মানুষেরা। তারপরেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ বাস্তবে কোনো কাজে আসেনি। দেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতির মধ্যে সমন্বয় করে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। মুদ্রার বিনিময় হার ও সুদহার বাজারভিত্তিক করতে হবে। মুখে নয় কাজেই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আমরা বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ দেখতে চাই। বাংলাদেশের বাজারে একটি অদৃশ্য সিন্ডিকেট সব সময় সক্রিয়। তাই টিসিবিকে সক্রিয় করে খোলাবাজারে সীমিত আয়ের মানুষের কাছে নিয়মিত চাল বিক্রির উদ্যোগ এখনই নেওয়া গেলে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য কমানো সম্ভব হতে পারে। এ ছাড়া মনিটরিংয়ের অভাবেও অনেক সময় বাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে এ থেকে দ্রুত উত্তরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করছি, চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেবে।

সড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বেপরোয়া মোটরসাইকেল

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছেন মানুষ। সড়ক দুর্ঘটনা দেশে একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে নতুন বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে বেপরোয়া মোটরবাইক বা মোটরসাইকেল। সড়ক-মহাসড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনাগুলোর একটি বড় অংশ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। মোটরসাইকেল। সড়কে প্রায় ৩০ ভাগ দুর্ঘটনাই মোটরসাইকেল আরোহীর ঘন ঘন লেন পরিবর্তন, নিয়ম না জানা বা জানলে না মানা, যানজট এড়িয়ে তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছার কারণে ঘটছে। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায়, গত সেপ্টেম্বর মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৪১৭ জন, যাদের মধ্যে ১৭২ জন প্রাণ হারিয়েছেন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়। এটি মোট মৃত্যুর প্রায় ৪৩ শতাংশ। গত তিন বছরে সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেছে প্রায় ৫ হাজারের বেশি মানুষ। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা ৪০ লাখ ৬৮ হাজার ৮১৯টি। এর মধ্যে শুধু ঢাকায় নিবন্ধন হয়েছে ১০ লাখ ৩০ হাজার ৬৪৭টি। এতে করে বুঝা যায় যে দেশে মোটরসাইকেলের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এর পাশাপাশি মোবাইল ফোন অ্যাপস-ভিত্তিক রাইড শেয়ারিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে ঢাকায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মোটরসাইকেলের সংখ্যা। কেউ আসছে গ্রাম থেকে, কেউ বা আবার করোনায় চাকরি হারিয়ে, আবার অনেকে ব্যবসায় লোকসান দিয়ে আয়ের উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছে এই পেশা। এই সুযোগে অদক্ষ ও ঢাকার বাইরে থেকে আসা চালকরা বেপরোয়া ভাবে সড়কে চলছে ফলে ঘটছে দুর্ঘটনা। মোটরসাইকেলের বেপরোয়া গতি, ওভারটেক করা ছাড়াও বার বার লেন পরিবর্তনসহ মুঠোফোনে কথা বলা, এমনকি কোনভাবেই ট্রাফিক বিধি নিষেধকে তোয়াক্কা না করে নিজের ইচ্ছামাফিক সড়কে বাইক চালানোয় ঘটছে দুর্ঘটনা। তাছাড়া নিম্নমানের হেলমেট যা অত্যন্ত জরুরী সেখানেও রয়েছে প্রচুর ত্রুটি, বিচ্যুতি। মোটরসাইকেলের দুরন্ত গতিতে চলা রাস্তায় পথচারীরাও নিরাপদে থাকে না।

বাইডেন-শির কথোপকথনে কি পেল বিশ্ব

রায়হান আহমেদ তপাদার

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের ভূরাজনৈতিক পটভূমি কতটা বদলে গেছে এবং পরাশক্তিগুলোর পারস্পরিক রশি টানাটানি কতটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে উঠেছে তা চলমান সংকট, সংঘাত ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক বিভেদকে বাড়িয়ে তুলছে। গত বছর ওয়াশিংটনে আসিয়ান নেতারা সফরে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এশিয়া সফরে গিয়েছিলেন। সফরটি ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত। তবে এতে প্রত্যাশার চাপ থাকলেও সেটি পূরণ হয়নি। বাইডেনের এ সফরে কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত আসেনি। আসিয়ানের অর্থনীতিতে বাইডেন ১৫০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এটা খুব বড় অঙ্কের অর্থায়ন নয়। এতে বলা যায়, এশিয়া সফরকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বাস্তবতা বলছে এশিয়াকে কম গুরুত্ব দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে ভুগতে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এশিয়ার ১২টি দেশ বাইডেনের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন অর্থনৈতিক জোট ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক (আইপিইএফ) গঠনের প্রস্তাবের দিকে তাকিয়ে ছিল। যদিও এই জোটের ফল কী কী ধরনের অর্থনৈতিক সুবিধা সদস্য দেশগুলো পাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। যা হোক, এরপরও জোট গঠনের প্রস্তাবটি প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, তবে একটা শিথিলতা এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা তাতে এ সময় নতুন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি করা কিংবা আগের চুক্তিটাকে পুরোদমে বাস্তবায়ন করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এ ঘটনাকে পুরোপুরি খারাপ সংবাদ হিসেবে পাঠ করাও ঠিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে ১২টি দেশের পৃথক প্রয়োজন বিবেচনায় আইপিইএফের মতো একটি শিথিল চুক্তির প্রস্তাব যথার্থ। যেমনু তাইওয়ানের প্রসঙ্গটি ধরা যাক। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে আইপিইএফ জোটে তাইওয়ানকে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়নি। চুক্তির প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকায় তাইওয়ানের মতো জটিল ইস্যুকে আত্তীকরণ করা সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি বাইডেনের সে সফর এশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বার্তা দিচ্ছে। এর মধ্যে প্রধানটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এশিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। আবার ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া থেকে সাময়িক সময়ের জন্য ইউরোপের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই গুরুত্বটা নিরাপত্তা ও অর্থনীতি দুই ইস্যুতেই বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আইপিইএফ জোট গঠনের ঘোষণার মধ্যে আরও যে বিষয় এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি হলো কোয়াড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট নয়। এর কারণ হচ্ছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত প্রতিযোগিতার মধ্যে অর্থনীতি ও নিরাপত্তা দুটিই ভূরাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বাইডেন যখন নিরাপত্তা থেকে এশিয়ার বাজারের দিকে নজর ঘোরাচ্ছেন তখন চীন বিপরীত পথে হাঁটতে শুরু করেছে। তারা অর্থনীতি থেকে নিরাপত্তার দিকে ঝুঁকছে। চীনের মহাপরিকল্পনায় দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক আধিপত্য ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়। চীন প্রধানত সারাবিশ্বের কারখানা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছিল। একই সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল চীন। কয়েক দশক ধরে চীন তাদের বিশাল অর্থনীতির সুযোগে অনেক দেশের প্রধান ব্যবসায়ী অংশীদারে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চীনের সীমান্তবর্তী দেশগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী না হয়েও মূল প্রভাব সৃষ্টিকারী হয়ে উঠেছে চীন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সানফ্রান্সিসকোর বে এরেনায় মিলিত হন।

জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ১৫ নভেম্বর এই দুই ক্ষমতাশালী প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেছেন ইসরাইল-গাজা যুদ্ধ, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং নির্বাচনে হস্তক্ষেপের মতো অনেক বিষয়ই উঠে এসেছে এ বৈঠকে। এই বছরের শুরুতে দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরে। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে যে, চীন তাদের আকাশে একটা স্পাই বেলুন পাঠিয়েছে। পরে মার্কিন যুদ্ধবিমান সেটি দক্ষিণ ক্যারোলিনার উপকূলে ভূপাতিত করে। এর আগে গতবছর যুক্তরাষ্ট্রের সেই সময়ের হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ান সফর করেন। যার জেরে দুই দেশের মধ্যে সামরিক যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় চীন। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বাইডেন এই সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনে সংকল্পবদ্ধ, কিন্তু চীনকে খুব একটা আগ্রহী তাতে মনে হচ্ছে না।

এখন আর দুদেশের পাঁচ বা ১০ বছর আগের মতো সম্পর্ক নেই। তাই মার্কিনীরা কোনো দীর্ঘ তালিকা দিতে পারছে না যে, অনেক ফল বা বলার মতো কিছু বেরিয়ে আসবে। তবে লক্ষ্য হলো প্রতিযোগিতার বিষয়টি সামলানো। কোনো সংঘাতের ঝুঁকি যাতে তৈরি না হয় সেই ব্যবস্থা নেওয়া এবং নিশ্চিত করা যেন যোগাযোগটা অব্যাহত থাকে। বাইডেন-শির বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনোমিক কো-অপারেশন (অ্যাপেক) সম্মেলনে, যা ১১ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে বসে। চীনের দিক থেকে আগ্রহের শীর্ষে থেকেছে তাইওয়ান প্রসঙ্গে আলোচনা। যেখানে সামনের বছরের শুরুতে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। স্বশাসিত দ্বীপ দেশটিকে নিজেদের অংশ বলে মনে করে চীন। শি হয়তো নিশ্চয়তা চেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র যেন কোনোভাবেই তাইওয়ানের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন না করে। অন্যদিকে, বাইডেন তাইওয়ানের আশপাশে বেইজিংয়ের সামরিক তৎপরতা নিয়ে মার্কিনী উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। চীনে প্রযুক্তি রপ্তানিতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগরে বেইজিংয়ের আঞ্চলিক দাবি নিয়ে উত্তেজনাও হয়েছে আলোচনার বিষয়। বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতা নিয়ে এই মূল মতবিরোধগুলো ছাড়াও, বাইডেনের জরুরি অনুরোধ যাতে চীন তাদের সবরকম প্রভাব খাটিয়ে ইরানকে সতর্ক করে। যেন ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে কোনোভাবেই সংঘাত ছড়িয়ে না পড়ে। বিশ্লেষকদের অনুমান এই বৈঠক থেকে মাঝারি কিছু হয়তো অর্জন হবে। যেমনু দুদেশের সামরিক যোগাযোগ পুনর্স্থাপন এবং চীনের তৈরি ফেনটানিলের আসা বন্ধ। কিন্তু কোনো পক্ষই এমন কোনো অভাবনীয় অগ্রগতির আশা করেনি, যা দুদেশের সম্পর্ক নতুন করে শুরু করতে সাহায্য করবে। এটা মূলত স্থিতিশীলতা ও বোঝাপড়া বজায় রাখা। সেন্টার ফর দ্য স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের জুড ব্ল্যানশেট বলেন, শি এই বিষয়টি গত মার্চে পরিষ্কার করেছেন যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চীনকে ঘিরে ফেলা ও দমন করার অভিযোগ আনেন। আর যখন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত জি ফেং সম্পর্কের উন্নতির দিকে ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন, একইসঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিশ্চয়তা চেয়েছেন। বেইজিং জানিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র চীনের সিস্টেম বদলাতে চায় না। কোনো শীতল যুদ্ধেরও অবতারণা করবে না। তাইওয়ানের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করবে না বা চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো লক্ষ্য তাদের নেই। হংকং ফোরামে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় তিনি এমন মন্তব্য করেন। বাইডেন প্রশাসন বলছে যে, তারা আক্রমণাত্মক চীনা আচরণকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে, যা আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতিকে লঙ্ঘন করে। বেলুনকা- ঘিরে উত্তেজনা প্রশমনে যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টাও চোখে পড়ার মতো। গত জুন থেকে এ পর্যন্ত তারা তিনজন কেবিনেট সদস্যকে বেইজিং পাঠিয়েছে, যার মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেনও আছেন। ব্লিঙ্কেন গত ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠিতব্য সফর হঠাৎ করেই বাতিল করেন এই অভিযোগে যে, যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে চীনের গুপ্তচর বেলুন ওড়ানোর সিদ্ধান্তটা অগ্রহণযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গত জুন মাসে যখন সফরটি অনুষ্ঠিত হয়, তখন তিনি শি'র সঙ্গে খুবই জোরালো আলোচনা হয়েছে বলে বর্ণনা করেন। আর এই সম্মেলন তার সেই কূটনীতিরই ফল। মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের কূটনীতিকরা প্রায় প্রতিটি আলোচনায় চীনের সঙ্গে সামরিক যোগাযোগ পুনরায় শুরুর ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু কোনো সাফল্য তাতে আসেনি। ঘুরেফিরে সেই স্পাই বেলুন প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং যোগাযোগ স্থাপনের আলোচনা থমকে যায়- বলেছেন একজন মার্কিন কর্মকর্তা। বেলুনের অধ্যায়টা সে সময় বেইজিংয়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগে বেশ সমস্যা তৈরি করে।

বেশকিছু মার্কিন গণমাধ্যমের খবর শি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে বৈঠকের পর সানফ্রান্সিসকোয় মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত নৈশভোজে যোগ দেন। নিউইয়র্ক টাইমস বলেছে, ৪০ হাজার ইউএস ডলারের বিনিময়ে একজন অতিথি চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একই টেবিলে বসার সুযোগ পান। জনপ্রতি টিকিটের মূল্য শুরু হয় দুই হাজার ডলার থেকে। যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক বিষয়ক জাতীয় কমিটির একজন মুখপাত্র, যিনি এই নৈশভোজের আয়োজনেও যুক্ত রয়েছেন, তিনি বলেন, চীনের খুবই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিল। তবে সেখানে শি উপস্থিত থাকবেন কিনা তা নিশ্চিত করেননি তিনি। শি-বাইডেন বৈঠকের আগে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন চীনের ভাইস-প্রিমিয়ার হি লিফেংয়ের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন, যেখানে দুদেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। এই বৈঠক সামনে রেখে চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম গ্লোবাল টাইমস তাদের সম্পাদকীয়তে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সংকট দূর করা ও কাটিয়ে ওঠার ভার চাপিয়ে দেয় জো বাইডেনের ওপর।

গ্লোবাল টাইমসের ৮ নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, ওয়াশিংটনে একটা অপশক্তি আছে যারা যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের উন্নয়ন চায় না। যখনই কোন জটিলতা তৈরি হয় তখনই তারা বেশি কার্যকর ভূমিকা নেয়। গাজায় চলমান ইসরাইলি আগ্রাসনের মধ্যেই বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে এক বছরের বেশি সময় পর দুই নেতার আলোচনা হয়। বৈঠকে গাজা ও ইউক্রেনের যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, তাইওয়ানসহ বেশকিছু ইস্যুতে আলোচনা করেন বাইডেন ও শি। এ সময় দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের সামরিক যোগাযোগ পুনরায় শুরু করতে একমত হন দুই নেতা। দুই দেশের সম্পর্ক দায়িত্ববোধের সঙ্গে পরিচালনা করতে জোর দেন বাইডেন। অন্যদিকে, বেইজিং-ওয়াশিংটনের সম্পর্ককে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অভিহিত করে তা এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এখন থেকে একে অপরের সঙ্গে সরাসরি ফোনে যোগাযোগের পথ সহজ হলো বলেও জানান দুই নেতা। এ সময় মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর হামলা বন্ধে চীনের সহায়তা চান বাইডেন। আহ্বান করেন ইরানের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের প্রভাব ব্যবহার করার। মূলত গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চলমান হামলা মোকাবিলায় চীনের দ্বারস্থ হতে এক প্রকার বাধ্য হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, পৃথিবী দুটি রাষ্ট্রের সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট বড়। এ সময় তিনি জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থনীতি নিয়ে চীনের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনোই সংঘাতে রূপ নেওয়া প্রত্যাশিত নয়। পাশাপাশি বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েও জিনপিংয়ের সঙ্গে সফল আলোচনা হয়েছে বলে জানান বাইডেন। কিন্তু কি এমন সফল কথোপকথন হয়েছে, তা সময়ই বলে দেবে।

লেখক : যুক্তরাজ্য প্রবাসী গবেষক

পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুত

আব্দুল হাই রঞ্জু

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদাও। এই ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সৌরশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দেশে সারাবছর প্রচুর পরিমাণ সূর্যালোক থাকে। যা সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্য সহায়ক ও অনুকূল। উচ্চ সৌর বিকিরণ মাত্রা উন্নত ও দক্ষ এবং উৎপাদনশীল সৌর প্যানেল স্থাপনের বাড়তি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। ফলে, বাংলাদেশে ৫০ হাজার মেগাওয়াটের বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। যে সম্ভাবনা পৃথিবীর অনেক দেশে না থাকার পরও তারা যে পরিমাণ সূর্যালোক পায়, তা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করছে। উল্লেখ্য, জার্মানির সূর্যালোক বাংলাদেশের তুলনায় অর্ধেক। তারপরও জার্মানি পরিবেশবিধ্বংসী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে প্রতিদিন ২৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সৌরশক্তিসহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদন করছে। বাংলাদেশ সে অবস্থান থেকে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার পরও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করছে, যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। ইতোমধ্যে সরকার বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা থেকে বিরত রয়েছে। নতুন করে আর হয়তো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের দিকে এগোবে না। বিলম্বে হলেও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পথে অগ্রসর হওয়ায় পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। উদ্বোধন করা হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র তিস্তা সোলার লিমিটেড। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার চরাঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে বেক্সিমকো পাওয়ার লিমিটেড নির্মিত ২০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র। যা ৬০০ একর জমির ওপর নির্মিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র।

শুধু গাইবান্ধা জেলাতেই নয়, গোটা উত্তারাঞ্চলকে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধানতম কেন্দ্রস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে সরকার। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নতুন রোডম্যাপ অনুযায়ী আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে সৌরশক্তি ব্যবহার করে ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এর মধ্যে সরকারের পরিকল্পিত সোলার হাবগুলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ হাজার মেগাওয়াট। সেজন্য সরকারের রোডম্যাপে ১৩টি জেলাকে সোলার হাব হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। মূলত এসব জেলার চরাঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

শুধু সৌরবিদ্যুতেই নয়, এ বাইরে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে যেমন বায়ু বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর বাইরেও সোলার ফটোভলটাইক (পিভি) থেকে ২ হাজার মেগাওয়াট, বেসরকারিভাবে স্থাপিত সোলার প্যানেল থেকে ২ হাজার ২০০ মেগাওয়াট, রুফটপ সোলার থেকে ১২ হাজার মেগাওয়াট সোলার পাম্প থেকে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট, সোলার চার্জিং স্টেশন থেকে ২২৬ মেগাওয়াট, সোলার টেলিকম টাওয়ার ও সোলার স্ট্রিট লাইট ৮৫ মেগাওয়াট, সোলার হোম সিস্টেম থেকে ২৬০ মেগাওয়াট, সোলার মিনিগ্রিড থেকে ১৬ মেগাওয়াট ও অন্যান্য উৎস থেকে আরও ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ থেকে ৯ হাজার ৭৪৩ মেগাওয়াট ও আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে আরও ১৯ হাজার ৭১১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

যা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের ৬টি জেলায় সোলার হাবগুলো গড়ে তোলা হচ্ছে। এর মধ্যে পাবনা জেলায় ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট, গাইবান্ধায় ১ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট, সিরাজগঞ্জে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট, রংপুর ও নীলফামারিতে ৬০০ মেগাওয়াট ও কুড়িগ্রামে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার ধরলা নদীর অববাহিকায় সোনাইকাজী ও জোতিন্দ্র নারায়ণের চরে এক ফসলি ১৪০ একর জমি ২৫ বছরের জন্য লিজ নিয়ে এমএগ্রীন এনার্জি লিমিটেড সীমানা নির্ধারণের কাজ শুরু করে দিয়েছে। চরাঞ্চলের এই জমির মালিকরা প্রথম ২ বছর একর প্রতি ভাড়া পাবেন ৭ হাজার টাকা, পরবর্তী বছর থেকে একর প্রতি ভাড়া পাবেন ৩০ হাজার টাকা। পাশাপাশি ১৪০ একর জমিতে লিজ প্রদানকারী চাষিরা ছায়া ফসলও শর্তহীনভাবে চাষাবাদ করে ঘরে ওঠাতে পারবেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। যা দিয়ে কুড়িগ্রামের চাহিদা পূরণের পর অন্যান্য জেলাতেও এই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হবে। নদী বিধৌত জেলাগুলোর মধ্যে কুড়িগ্রাম অন্যতম। কুড়িগ্রাম জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্রমতে, জেলার ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমরসহ ১৬টি নদ-নদীর অববাহিকায় সাড়ে ৪ শতাধিক চরের ৪৬ হাজার ৪ শত ২৮ হেক্টর জমির মধ্যে বর্তমানে আবাদি জমির পরিমাণ ৩৫ হাজার ৮৭ হেক্টর। আবাদি এসব জমিতে চাষিরা ধান, গম, ভুট্টা, কালাই, সরিষা, কাউন, পাটসহ নানা জাতের সবজি চাষাবাদ করেন। কুড়িগ্রামের দুর্গম এসব চরাঞ্চলের বালু মিশ্রিত মাটিতে এখন শুধু সবুজের সমারোহ। দেখলে মনে হয়, চর তো নয় যেন কোনো গ্রামীণ জনপদের সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলার মাঠ ভরা কোনো দিগন্ত।

এসব চরাঞ্চলের চাষিরা রোদ-বৃষ্টি, শীত, ঝড়-ঝঞ্ঝাসহ প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে কৃষিতে অভাবনীয় সফলতা এনেছে। যাদের মধ্যে উন্নত জাতের বীজ, বিনামূল্যে সার, কীটনাশক সরবরাহ করা সম্ভব হলে মঙ্গার জেলা কুড়িগ্রাম হতে পারে খাদ্য নিরাপত্তার এক শস্যভা-ার। ইতোপূর্বে কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলার চর কোদালকাটিতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন হয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলার অন্যান্য উপজেলার চরাঞ্চলে বড় আকারের সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করে চরাঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা করলে, চরাঞ্চলগুলোয় ব্যাপকভাবে সেচভিত্তিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এক সময়ের মঙ্গা জেলা হিসেবে খ্যাত জেলার চরাঞ্চলে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল স্থাপন করলে, সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে। নিশ্চিত হবে এ জেলার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। সরকার এ লক্ষ্যে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবে, এটাই কুড়িগ্রামবাসীর প্রত্যাশা।

লেখক : গবেষক

ক্ষমা করার মাঝেই প্রকৃত সৌন্দর্য

রাজু আহমেদ

কাউকে খোঁচা দিয়ে আমরা কী পাই জানি না কিন্তু যাকে খোঁচা দেই সে ব্যথা পায়। যে ব্যথায় কেউ কেউ কাঁদে, কারো কারো বুকের পাজর ভাঙে। কাউকে ব্যথা দিয়ে আমিও কী তৃপ্তি পাই ? কোনো সুখ আমাকে কী আলাদা প্রশান্তি দেয়? যদি তৃপ্তি পাই তবে মানুষ হওয়ার পাঠশালায় আরেকবার দীক্ষা নিতে হবে। কাউকে ব্যথা দিয়ে যদি সুখী হই তবে অসুখ এমনভাবে ভেতরকে গ্রাস করেছে যেখানে সব শুদ্ধতা অশুদ্ধ লাগে! সকল দুষণে তৃপ্তির বর্ষণ ছড়ায়! কারো দুর্বলতায় আঘাত করে, কারো আমানতকে খেয়ানত করে যারা পৈশাচিক আনন্দ পায় তারা মানুষ কম, পশু বেশি! যারা মানুষকে নিয়ে হাসে, পরের নিন্দা করে বাঁচে তাদের মনোবৈকল্যের চিকিৎসা দরকার। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা থেকে প্রত্যেকের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। আমরা হাসতে হাসতে মানুষকে কাঁদাই। জনসম্মূখে অপমান করি। অথচ কেউ যদি বড় ধরনের দোষ করেও ফেলে তবে তাকে সবার সামনে বিব্রত করা একেবারেই ঠিক না। একাকী পরিবেশে তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত। যত ছোট মানুষ হোক, আত্ম-সম্মান সবার থাকে। কারনে-অকারনে জনে জনে বকাবকি, লোক-সমাজে তাকে ছোট করায় টার্গেটের সম্মানের কতোখানি অসম্মান হয় সে বিচার বিতর্ক সাপেক্ষ কিন্তু যিনি এমন কাজ করেন তিনি সবার কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সাবলীল এবং অকৃত্রিম সম্মান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। এমনকি দীর্ঘশ্বাসের কণায় কণায় তার জন্য অশুভ নিরন্তর হয়। আপনার চোখে যিনি ক্ষুদ্র তিনি তাঁর পরিমন্ডলে বৃহৎ। হয়তো আপনার চেয়ে বড়। আকাশের মত উঁচু। ক্ষমতা বাহিরের সবকিছু পিষে ফেলতে পারে কিন্তু মানুষ হতে হয় ভেতর থেকে। সেজন্য চেষ্টা থাকাও জরুরী। কারো বিশ্বাস নষ্ট করার মত বড় পাপ নাই। কারো ভরসায় আঘাত করে সুখে বাঁচা যায় না। অহেতুক মানুষকে খোঁচা দেয়া মানসিক বিকারের প্রথম ধাপ। কারো দুর্বলতা জানলেও সেখানে আঘাত করে জিতে যাওয়ার মানসিকতা চেষ্টা হিসেবে ঘৃণার। বরং কারো দোষ লুকাতে পারলে, কাউকে গোপনে শোধরানোর পরামর্শ দিলে, কারো কোন ভুল আঁকড়ে না ধরলে তবেই তো আত্মার শুদ্ধতা প্রকাশিত হয়। ফুলের সুভাসের চেয়েও মানুষের সুবাস তীক্ষ্ণ। যাকে ভরসা করা যায়, যার থেকে সহযোগিতা আশা করা যায়, যাকে বিশ্বাস করা যায় চোখ বুঝে সেই মানুষের চেয়ে সুন্দর সুগন্ধির উৎস আর কী কোথাও আছে? সম্ভাবনার উল্টো পাশেই শঙ্কাটুকুও লেপ্টে থাকে! কাজেই মানুষের থেকেই সবচেয়ে বেশি দুর্গন্ধ বের হতে পারে। যে মানুষ অপরের ক্ষতির মওকা খোঁজে, অপরের মানসিক পরিস্থিতি না বোঝে তাদের সাথে সময় কাটানো কঠিন। যে রোজ রুটিন করে বিশ্বাস ভাঙ্গে, যে মাঝপথে ভরসার হাত ছাড়ে তার দুর্গন্ধে মানবিক অনুভব-অনুভূতি কলুষিত হয়। মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সিঁড়ি যারা পিচ্ছিল করে তারা নিজেদের ট্রাপেই একসময় নিজেরা হারে। সবাই ছাড় দিতে পারে, মাফ করতে পারে চোখ বুঝে কিন্তু প্রকৃতির শোধ ফিরে আসে অ-শোধের দেশে। যেটুকু ভেজানো হয় সেটুকু ভিজতে হয়-প্রস্তুতির বিহিতে! মানুষ হিসেবে ভালো মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে মানুষকে ব্যথা দেয় না, দেয়া কথা ফিরিয়ে নেয় না-সেই তো মানুষ। ধরার সুযোগ থাকার পরেও ক্ষমা করার মাঝে সৌন্দর্য আছে। খারাপ কথার বাইরে লুকিয়ে আছে জাগতিক সকল মাধুর্য। ইচ্ছে হলে নিজেকে দুষিত করার সুযোগ আছে আবার সুবাস ছড়িয়ে মানুষকে মুগ্ধ করার, মানুষকে বুকে টানারও বিপুল সুযোগ আছে। আপনি কোন পথে নিজেকে জাহির করবেন সেটা দ্বারাই সময় আপনাকে মূল্যায়ণ করবে। তবে আপনি ভালো হলে একটি পরিবর্তিত সংসার-সমাজের স্বপ্ন দেখতে পারি। নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্য থেকে সমাজের বৃহৎ স্বার্থকে বঞ্চিত করা বুদ্ধিমানের অভিধানে সংযোজিত হবে না।

(রাজু আহমেদ, কলামিস্ট)

চীনা ফ্লু ও শ্বাসকষ্ট

ভারতের ছয় রাজ্যে সতর্কতা জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনে এখন সর্দি-জ্বর ও শ্বাসকষ্ট প্রবলভাবে ছড়াচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতা জারি করা হলো ভারতের ছয়টি রাজ্যে। রাজস্থান, কর্ণাটক, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু, গুজরাট ও হরিয়ানা রাজ্য সরকার সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। ডয়েচে ভেলের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। কর্ণাটক সরকার জানিয়েছে, মানুষ যেন এই জ্বর ও শ্বাসকষ্টের বিষয়ে অবহিত থাকেন। এর জন্য কী করতে হবে এবং কী করা উচিত নয় তা জানেন এবং মেনে চলেন। তিনি আরও বলেন; হাঁচি বা কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখতে হবে, বারবার হাত ধুতে হবে বা স্যানিটাইজ করতে হবে, জনবহুল জায়গায় গেলে মাস্ক পরতে হবে, মুখে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। রাজস্থান সরকারের জারি করা সতর্কতায় বলা হয়েছে, এখনও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে হাসপাতালগুলিকে এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে মেডিসিন ও শিশু বিভাগ। উত্তরাখণ্ড সরকার বিশেষ করে চামোলি, উত্তরকাশী ও পিথোরাগড় জেলাকে সতর্ক করে দিয়েছে কারণ এই তিন জেলাই চীন সীমান্তের কাছে অবস্থিত। হরিয়ানা সরকার নির্দেশ দিয়েছে, কোথাও শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ বাড়ার খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে যেন তা সরকারের নজরে আনা হয়। তামিলনাড়ু সরকারও সব হাসপাতালকে সতর্ক থাকতে বলেছে। একই নির্দেশ দিয়েছে গুজরাটও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে সব রাজ্যকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, এই সময় সবাইকেই বাড়তি নজরদারি রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পার্থপ্রতীম বোসও সম্প্রতি ডিডাব্লিউকে জানিয়েছিলেন, 'এই সময় খুব সাবধানে থাকতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে।

ইলন মাস্ককে গাজা সফরের আমন্ত্রণ জানালো হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যবসায়ী এবং মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। গত সোমবার ইসরায়েলে গিয়ে হামাসের হামলা স্থল দেখে এসেছেন এ মার্কিন ধনকুবের। দেখা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গেও। কিন্তু এখনো দেখা হয়নি পরবর্তীতে গাজায় ইসরায়েলের চালানো ধ্বংসলীলা। এবার সেই লক্ষেই লেবাননের বৈরুতে এক সংবাদ সম্মেলনে ইলন মাস্ককে গাজা সফরের আমন্ত্রণ জানান হামাসের সিনিয়র নেতা ওসামা হামদান। গতকাল বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলত গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বোমা হামলার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসের পরিমাণ দেখার জন্যই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইলন মাস্ককে। গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে ওসামা হামদান বলেন, 'বস্তুত ও বিশ্বাসযোগ্যতার মানদণ্ড মেনে গাজার জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিধি দেখার জন্য আমরা তাকে (ইলন মাস্ক) গাজা সফরের আমন্ত্রণ জানাই।' তিনি আরও বলেন, 'ইলন মাস্ক ইসরায়েল সফর করে ৭ অক্টোবরের ঘটনা দেখছে। কিন্তু কেন এ অভিযান এবং পরবর্তীতে ইসরায়েলের চালানো ধ্বংসলীলা বা গাজায় ইসরায়েলের মানবাধিকার লঙ্ঘন দেখতে হলে তাকে গাজায় আসতে হবে।' সোমবার ইলন মাস্কের ইসরায়েল সফরের পরপরই হামাসের পক্ষ থেকে এ আমন্ত্রণ জানানো হয়। ৫০ দিনের মধ্যে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা হীন গাজা বাসীদের ওপর ৪০ হাজার টনের বেশি বিস্ফোরক ফেলেছে জানিয়ে হামদান আরও বলেন, 'আমি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ইসরায়েলের সাথে মার্কিন সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি।' ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞ ও তাণ্ডবের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, হামদান ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মৃতদেহ উদ্ধারে সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গাজায় যুদ্ধবিরতি আরও চার দিন বাড়াতে চায় হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে হওয়া দ্বিতীয় দফার যুদ্ধবিরতি শেষ হবে গতকাল বুধবার তবে যুদ্ধবিরতি আরেক দফায় বাড়াতে চায় হামাস।

এবার তারা চার দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে। হামাসের ঘনিষ্ঠ ওই সূত্রটি এএফপিকে বলেছেন, 'হামাস মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে, তারা যুদ্ধবিরতি চার দিনের জন্য বাড়াতে ইচ্ছুক। এতে করে ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি দিতে সক্ষম হবে তারা।'এই সময়ে ফিলিস্তিনের অন্যান্য সশস্ত্র সংগঠনগুলোও যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে চলবে বলে হামাস মধ্যস্ততাকারীকে জানিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, হামাসের হামলায় অন্তত এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন বেসামরিক নাগরিক। এ ছাড়া ২৪০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায় সশস্ত্র সংগঠনটি। প্রতিশোধ নিতে ফিলিস্তিনের হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা ও পশ্চিম তীরে ক্রমাগতভাবে পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েল। হামাস নিয়ন্ত্রণাধীন গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ইসরায়েলি বাহিনীর আকাশ, নৌ ও স্থলপথে চালানো হামলায় ফিলিস্তিনের প্রায় ১৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

গভীর টানেলে ১৭ দিন কীভাবে কেটেছে শ্রমিকদের?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে টানেল। ভরসা বলতে ছিল টানেলে কাজ করার জন্য লাগানো বৈদ্যুতিক বাতি। দিন-রাতের হিসাব বুঝতে বুঝতে সেই টানেলেই ১৭ দিন কাটিয়ে দিয়েছেন ৪১ জন শ্রমিক। বেরিয়ে আসবেন, এই আশা নিয়ে চালিয়ে গিয়েছিলেন বেঁচে থাকার লড়াই। সেই যুদ্ধে তারা জিতেওছেন। আটকে পড়ার ১৭ দিনের মাথায়, গত মঙ্গলবার ভারতের উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর ভাঙা টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন ওই ৪১ জন। কিন্তু অন্ধকার টানেলে কী ভাবে সময় কেটেছিল তাদের? কী ভাবেই চালিয়ে গিয়েছিলেন লড়াই? টানেল থেকে বেরিয়ে অভিজ্ঞতা শোনালেন এক শ্রমিক। ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলা থেকে শ্রমিক হিসেবে উত্তরকাশীর টানেলে কাজ করতে গিয়েছিলেন ৩২ বছর বয়সী জমরা ওঁরাও। ধস নামার কারণে বাকি শ্রমিকদের সঙ্গে তিনিও টানেলে আটকে পড়েছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর সঙ্গে কথা বলার সময় জমরা জানান, ১২ নভেম্বর ভোরে টানেলে কাজ করার সময় একটা বিকট শব্দ শুনতে পান তারা। তাদের চোখের সামনেই হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে সুড়ঙ্গের একাংশ। জমরার কথায়, আমরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিয়েছিলাম, লাভ হয়নি। কেউ বেরোতে পারিনি। সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কিছু ক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারি, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে পড়েছি। সবাই অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। ভয় গ্রাস করছিল। সাহায্যের জন্য প্রার্থনা শুরু করি। কিন্তু আশা ছাড়িনি। কেমন ছিল উৎকণ্ঠার ১৭ দিন? এমন প্রশ্নে জমরা বলেন, টানেলে আটকে পড়ার

পর টানা ২৪ ঘণ্টা অভুক্ত থাকতে হয়েছিল তাদের। তারপর খাবার পাঠায় প্রশাসন। প্রথম বার খাবার হিসেবে এসেছিল মুড়ি ও এলাচ। সেই খাবার খেয়েই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শক্তি পেয়েছিলেন বলে জানান জমরা। তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টা পর যখন আমরা প্রথম খাবার খেলাম, তখন উপলব্ধি হলো যে বেঁচে আছি। আমরা বুঝতে পারি যে কেউ ঠিক আমাদের কাছে পৌঁছাবে।

সাইবার হামলার কবলে জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। তবে স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার স্পেস এজেন্সির একজন মুখপাত্র বলেছেন, হ্যাকাররা যে তথ্য পেয়েছে, তা রকেট এবং স্যাটেলাইট অভিযানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সির (জাক্সা) মুখপাত্র আরো বলেছেন, 'নেটওয়ার্ক সরঞ্জামের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অননুমোদিত অ্যাকসেসের ঘটনা ঘটে।

মিয়ানমারের সাবেক তথ্যমন্ত্রীর কারাদণ্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারের সাবেক তথ্যমন্ত্রীকে কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে উসকানি ও রাষ্ট্রদোহের অভিযোগে গতকাল বুধবার তাকে এই সাজা দেওয়া হয়। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে। ওই সূত্র জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কয়েক সপ্তাহ আগে মিয়ানমারের সাবেক মন্ত্রী ইয়ে হুতুতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আর আজ তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ইয়াঙ্গুনের জেলে স্থাপিত আদালতেই তার বিচার চলে। ওই সূত্রটি এএফপিকে প্রতিবেদনে তার নাম না প্রকাশ করার অনুরোধ করেছে। কারণ, গণমাধ্যমে কথা বলার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নন। এএফপি বলছে, ইয়ে হুতুতকে অক্টোবরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই সময় একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার ঠিকানা প্রকাশ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল সাবেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। হুতুত মিয়ানমারের থেইন সেইন সামরিক সরকারের তথ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন। ২০১৫ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হারান থেইন সেইন। ওই সময় ক্ষমতায় আসেন অং সান সু চির দল। ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সবশেষ কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে। এমনকি গত মাসে জান্তা সরকারের প্রধান ঘনিষ্ঠ দুজনকে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির দায়ে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিনোদন

চেন্নাইয়ের অ্যাকশন ডিরেক্টরের সঙ্গে অপূর্ব

বিনোদন ডেস্ক : শাকিব খানের সঙ্গে 'লিডার আমিই বাংলাদেশ' সিনেমা নির্মাণ করতে পরিচালক তপু খান নাটক পাড়ার এফডিসি উত্তরা ছেড়েছিলেন। সেই যাত্রা শেষ করেছেন এমনভাবে যে, নতুন পরিচয় হয়েছে শাকিবের ঘরের পরিচালক। তবে শিকড়ের টানে আবার ফিরেছেন উত্তরাতে, তবে এবার একটু বড় আয়োজনে; কারণ এখন নামের সঙ্গে জুড়ে আছে দেশের আলোচিত নায়কের নাম। 'ডার্ক জাস্টিস' শিরোনামে নতুন একটি অনলাইন কন্টেন্ট নির্মাণ করেছেন তিনি। যেটাকে তিনি বলছেন ইউটিউব ফিল্ম বা এক্সক্লুসিভ নাটক। কাজের বাজেট অনুসারে সেটা বলাই যায়, কারণ এই প্রজেক্টে কাজ করছেন চেন্নাইয়ের অ্যাকশন ডিরেক্টর। আর কেন্দ্রীয় চরিত্রে কাজ করেছেন ছোট পর্দার সবচেয়ে বড় তারকা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। 'ডার্ক জাস্টিস' এর গল্প ভাবনা আকবর হায়দার মুন্নার আর সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালকের সঙ্গে দেলোয়ার হোসেন দিল। ক্লাব এলিভেন এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে নির্মিত হয়েছে এই নাটকটি। জিয়াউল ফারুক অপূর্ব ছাড়াও এই প্রজেক্টে আরও কাজ করেছেন আরও অনেকে তারকা অভিনেতা। সেই তালিকায় আছে সায়লা সাবি, রাসেদ মামুন অপু, ইরফান সাজ্জাদ, মাখনুন সুলতানা মাহিমা, মনিরা মিঠু, জয়রাজ, সাহেদ আলী সুজন, অনিন্দিতা মিমি, স্বরন সাহা, রওনক রিপনসহ অনেকে। আর এই কাজ দিয়েই দীর্ঘ আট বছর পর একসঙ্গে কাজ করলেন ইরফান সাজ্জাদ আর অপূর্ব। এই কাজ প্রসঙ্গে তপু খানের ভাষ্য, 'অনেকদিন পর বড় আয়োজনে অনেক তারকাকে এক করে কাজ করেছি। অপূর্ব ভাইকে দর্শক নতুন এক রুপে দেখবে আমার এই কাজে। প্রযোজক আকবর হায়দার মুন্নাকে বড় বড় বাজেটে করেন সব সময়। এবারের কাজটি আরও বড়; দর্শক কাজটি দেখলে সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন আশাকরি।'

রণবীর ভারতের সেরা অভিনেতা : মহেশ বাবু

বিনোদন ডেস্ক : ট্রেইলারেই ঝড় তুলেছে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত চলচ্চিত্র 'অ্যানিমেল'। আগামী ১ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে রণবীর কাপুরের এই আলোচিত সিনেমাটি। সিনেমার অগ্রিম টিকিট বিক্রিতেও চমক দেখাচ্ছে সিনেমাটি। পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন বলছে, সম্প্রতি সিনেমার প্রচারে তেলেগু অঞ্চলে যান রণবীর-রাশ্মিকারা। সেখানে হাজির ছিলেন দক্ষিণের সুপারস্টার মহেশ বাবু। রণবীর কাপুরের প্রশংসা করে তিনি জানান, রণবীর ভারতের সেরা অভিনেতা। মহেশ বাবু বলেন, 'আমি রণবীর কাপুরের একজন বিশাল ভক্ত এবং তিনি ভারতের সেরা অভিনেতা।

আমি মনে করি অ্যানিমেল তার ক্যারিয়ারের সেরা কাজ হবে।' সিনেমাটির নির্মাণের প্রশংসা করে এর সাফল্যও কামনা করেন মহেশ বাবু।

মোশাররফ করিমের নয়া চমক

বিনোদন ডেস্ক : শোবিজের গুণী অভিনেতা মোশাররফ করিম। ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত অসংখ্য হিট নাটক-ওয়েব সিরিজ উপহার দিয়েছেন এই অভিনেতা। বরাবরই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে পর্দায় হাজির হয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেন। যে কোনো চরিত্রেই অনায়াসে মানিয়ে নেন নিজেকে। ফের নতুন এক রূপে পর্দা মাতাতে আসছেন মোশাররফ করিম। এবারই প্রথম নির্মাতা দোদুলের পরিচালনায় ওয়েব সিরিজে 'মোবারকনামা'-এ অভিনয় করলেন মোশাররফ করিম। সিরিজটি আট পর্বে নির্মিত হয়েছে। সম্প্রতি এর শুটিং শেষ করেছেন তিনি। বর্তমানে কলকাতায় সিরিজটির সম্পাদনার কাজ চলছে। আর এই সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। তাকে মোবারক নামের একজন আইনজীবীর চরিত্রে দেখা যাবে। 'মোবারকনামা' ওয়েব সিরিজ প্রসঙ্গে দোদুল বলেন, প্রায় বছরখানেক আগে এই সিরিজের পরিকল্পনা হয়। গল্পটি নিয়ে গত এক বছরে অনেক আলাপ করেছি দুজন। চরিত্রটিতে শুরু থেকে মোশাররফকেই ভেবেছিলাম আমি। নির্মাতা আরও বলেন, মোশাররফের ভেতরে একটা অন্য রকম মানুষ বাস করে। যিনি বিভিন্ন চরিত্রে পর্দায় নিজেকে ফুটিয়ে তোলেন। অভিনয় যেহেতু তার পেশা, তাকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেই হয়। তবে মোশাররফ ভীষণ খুঁতখুঁতে স্বভাবের একজন মানুষ। কখনও সে আপোশ করে না। অ্যাটলিস্ট আর্ট ফর্মে। ওই চরিত্রটাই আসলে মোবারক, যে কিনা আপসহীন চরিত্র। আমার তাই মনে হয়েছে, মোশাররফ সবচেয়ে সেরা পছন্দ। সিরিজটি নিয়ে মোশাররফ করিম বলেন, অভিনয়ের জায়গা থেকে দারুণ চরিত্র। গল্পে দেখা যায়, একটা লোক জেতার পর বোঝে লোকটা হেরে গেছে। তার পর থেকে নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ের পাশাপাশি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন তিনি। সেখান থেকে আবার চূড়ান্তভাবে জিতে যাওয়ার গল্প। বেশ অন্য রকম লেগেছে। মূলত পেশাগত জীবনে একজন সফল ও সৎ আইনজীবীর জীবন নিয়ে সাজানো হয়েছে 'মোবারকনামা'র গল্প। যিনি ব্যক্তিগত সমস্যাকে উপেক্ষা করে আইনি পেশায় সব সময় নিজের সততা ও শক্তির জানান দিয়েছেন, হার মানেননি। কিন্তু একটি ভুল সিদ্ধান্তে মোবারক আইন পেশা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে স্বেচ্ছায় অবসরে চলে যান। তারপর হঠাৎ চাঞ্চল্যকর একটি মামলা বদলে দেয় তার সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে মোশাররফ করিম অভিনীত সিরিজ 'মোবারকনামা'। ওটিটিটে আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে সিরিজটির প্রচারণা শুরু হতে পারে বলে জানান নির্মাতা দোদুল। এতে মোশাররফ করিম ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন শবনম ফারিয়া, শাহনাজ সুমি প্রমুখ।

দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস। অভিনয় ক্যারিয়ারে অনেক ব্যবসাসফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন। অধিকাংশ সিনেমায় ঢালিউড কিং শাকিবের খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন। এ জুটির পর্দার রোমান্স বাস্তবেও রূপ নিয়েছিল। ভালোবেসে ঘর বেঁধেছিলেন তারা। এ সংসারে জয় নামে একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। যদিও ভেঙে গেছে সেই সংসার। বর্তমানে শাকিব-অপু নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাদের খুব একটা কথা বলতে দেখা যায় না। এবার ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের নানা বিষয়ে কথা বলেছেন অপু বিশ্বাস। গত এক বছরে আপনার ও শাকিবের সমীকরণ বিভিন্ন সময়ে বদলেছে। সম্প্রতি একসঙ্গে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। এ প্রসঙ্গ উঠতেই অপু বিশ্বাস বলেন, 'আমি চাই না, আমার সন্তান কোনো ভাঙা পরিবারে বেড়ে উঠুক। আমি আমার সন্তানকে নিয়ে ভীষণ সচেতন। যেকোনো সন্তানের কাছে পরিবার খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মা হিসেবে সন্তানকে সুনিশ্চিত একটা জীবন দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমার মনে হয়, পরিবারের অশান্তিগুলো আমাদের মাঝেই থাকা উচিত; সন্তানকে যেন সেই অশান্তি না স্পর্শ করে। জয় এই জিনিসটা কখনো বুঝতেই পারে না। কারণ আমি, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, শাকিব সকলেই ভীষণ সচেতন। বাবা-মা কাজ করেন, ব্যস্ত বলে দূরত্ব রয়েছে- আমার ছেলের কাছে বিষয়টি এমন। কিন্তু 'ব্রোকেন' শব্দটার সঙ্গে ও পরিচিত নয়।' এ ক্ষেত্রে আপনার তাগিদই কী বেশি? জবাবে অপু বিশ্বাস বলেন, ''না, শুধু আমি নই। জয়ের বাবাও চান না। এদিক থেকে জয় খুব ভাগ্যবান। কারণ শাকিবের মতো বাবা পেয়েছে। আমার একার ইচ্ছায় তো কোনো কিছু সম্ভব নয়। ওর বাবা নিজের সন্তানের প্রতি খুব স্বচ্ছ। তাই আমার ছেলের কখনো 'ব্রোকেন ফ্যামিলি' মনে হয় না।'' আপনি কখনো দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভেবেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অপু বিশ্বাস বলেন, 'না, কখনো ভাবিনি। দ্বিতীয় বিয়ের দরকারটা কি? বাংলাদেশে আমার এমন একটা জায়গা রয়েছে, যেখানে সকলে ভাবেন অপু যা-ই করবেন তার মধ্যে একটা বার্তা থাকবে। সেই দিক থেকে দর্শকের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। একটা মেয়ে, যার সন্তান আছে সে কেন দ্বিতীয় বিয়ে করবে? দ্বিতীয় বিয়েতে সে হয়তো স্বামী পাবে, সামাজিক পরিচিতি পাবে। কিন্তু সন্তান একজন সৎবাবা পাবে! সন্তানের প্রতি ওই বাবা সমান ভালোবাসা দেবেন না।

সিরাজদিখানে প্রবাসীর ফসল নষ্ট করে জমি দখল, থানায় অভিযোগ

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে প্রবাসীর স্ত্রীর সরিষা ফসল নষ্ট করে জমি দখল করেছে এক প্রভাবশালী ব্যাক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বয়রাগাদী ইউনিয়নের বয়রাগাদী গ্রামের হাজী বাড়ি এলাকায়। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী প্রবাসী শাহ আলমের স্ত্রী শারমিন আলম (৩৫) বাদী হয়ে একই গ্রামের মৃত ইব্রাহীম বেপারীর ছেলে আশরাফুজ্জামান বাবুল (৫৬) এর বিরুদ্ধে সিরাজদিখান থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন।

জানাযায়, শারমিন প্রায় ৪ বছর আগে তার স্বজন চাচা ও চাচাত ভাইদের নিকট থেকে ১৮ শতক ২০ পয়েন্ট জমি ক্রয় করেছেন। নামজারি, খারিজ, খাজনা ভোগ দখল সব ঠিক থাকলেও গত দুই বছর ধরে তার আরেক চাচা প্রতিবেশি আশরাফুজ্জামান বাবুল নানা ভাবে ঝামেলা করে আসছে। সে জমিটি ক্রয় করতে চেয়েছিলো। আগের মালিক সঠিক দাম না পাওয়ায় তার নিকট বিক্রি করে নাই। তাই সে জমি না পেয়ে আদালতে একটি হক সাফা ও অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলাও করেন, সেটির আদেশ নামা শারমিনদের পক্ষে যায়। এরপর সে জমিটি দখলের পায়তারা ও নানা প্রকার হুমকী ভয়ভীতি দেখালে গত ১০ নভেম্বর শারমিন থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ করায় পুলিশ তদন্তে গেলে বাবুল আরো ক্ষিপ্ত হয়। গত ২৬ নভেম্বর রোববার শারমিনের চাষাবাদকৃত জমির সরিষা ফসল নষ্ট করে ফসলী জমিটি দখল করে নেয়। গত ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার জমিতে সার ছিটিয়ে চাষাবাদ শুরু করেছে বাবুল।

ভুক্তভোগী শারমিন জানান, আমার স্বামী বিদেশে। আমি মহিলা মানুষ সব কিছু জানিনা বুঝিনা। বাবুল কাকা আমাকে ভয় দেখিয়ে জমি দখল করে নেয়। আমি স্বজন ও স্থানীয়দের জানাই, আশরাফুজ্জামান বাবুল তারা অনেক প্রভাবশালী হওয়ায় কারো কথা শোনেন না। বাধ্য হয়ে আমি থানায় অভিযোগ করি। পুলিশ তদন্ত করেছে এখনো কোন ব্যবস্থা পাই নাই। পুলিশ আসায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে এখন আমার জমির ফসল নষ্ট করে দখল নিয়ে চাষাবাদ শুরু করেছে। এর আগে সে একটি হক সাফা মামলা করেছে সেখানে আমার পক্ষে আদালত থেকে আদেশ নামা এসেছে।

স্থানীয় মাদবর বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক জানান, বিষয়টি নিয়ে আমরা বসেছিলাম, কোন সমাধান হয় নাই। বাবুল অবৈধভাবে শারমিনের জমি দখল করে রেখেছে এবং সরিষা ফসলগুলো নষ্ট করেছে। সে যাতের ক্ষমতা দেখায় তারা কেউ খারাপ না।

বাবুলের ভাতিজা মাসুদ বেপারী জানান, শারমিন সহ আমরা ৪ জন আমাদের গোষ্ঠির ৪ চাচার নিকট থেকে জমি ক্রয় করি। আমাদের টা নিয়ে ঝামেলা করে নাই, শারমিনদের পারিবারিক চরের একটি জায়গা অনেক আগে বাবুল কাকারা কিনেছিলো সেটির একটা প্যাঁচ দেখিয়ে এ জমি নিয়ে ঝামেলা করছে। এটা তার অন্যায় আবদার। সে যে কারণে ক্ষমতা দেখায় সেই অতিরিক্ত ডিআইজি কাকার সাথে আমি কথা বলেছি। সে বলেছে তোমরা পারিবারিক ভাবে মিট করো, এসব বিষয়ে আমাকে জড়াবে না। দখলদার আশরাফুজ্জামান বাবুলের সাথে মুঠোফোনে কথা হলে তিনি বলেন, আমার বাপ দাদার সম্পত্তি আমি নিয়েছি। আরো প্রশ্ন করলে তিনি বলেন আপনার সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলবো বলে লাইন কেটে দেন।

মুলার জমিতে সকালে নিড়ানি দিচ্ছেন কৃষক। হরিদেবপুর এলাকা, রংপুর

বাইকে চমকে খুলনা ৬ নৌকার মাঝি রশীদুজ্জামান

খুলনা প্রতিনিধি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময় থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। পরে শুরু করেন কমিউনিস্ট পার্টি। শোষিত মানুষ অধিকার আদায় ও উপকূলীয় লবণ পানি বিরোধী আন্দোলনে ছিলেন প্রথম সারির নেতা। ১৯৯১ সালে খুলনা-৬ আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) থেকে কাস্তে প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান মো. রশীদুজ্জামান মোড়ল। পরে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেননি। এবারের সংসদ নির্বাচনেও আলোচনায় ছিলেন না। দলের কর্মী-সমর্থক ও এলাকাবাসীকে চমকে দিয়ে নৌকা পেলেন রশীদুজ্জামান। আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে খুলনা-৬ আসনে আ.লীগ থেকে মনোনয়ন ফরম কিনে জমা দেন ১৮ জন। এর মধ্যে বর্তমান সাংসদ আক্তারুজ্জামান বাবু, সাবেক সাংসদ সোহরাব আলী সানা, সাবেক সাংসদ পুত্র রাশেদুজ্জামান রাসেল আলোচনায় ছিলেন। রশীদুজ্জামান দলীয় মনোনয়ন পাবেন এলাকার কেউ কল্পনাও করেননি। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায়ও ছিলেন না তিনি। এমনকি হ্যাভিওয়েট নেতাদের ভিড়ে নির্বাচনী এলাকায় একটা পোস্টার-ব্যানার দেখা যায়নি। ২৬ নভেম্বর রোববার মনোনয়ন ঘোষণার পর স্থানীয়রা ভেবেছিলেন, সাবেক এমপি পুত্র রাশেদুজ্জামান রাসেল নৌকা পেয়েছেন। এ খবরে রাসেল এর অনুসারীরা মিষ্টি বিতরণও করেন। শেষে তারা জানতে পারেন প্রার্থী রাশেদুজ্জামান নন, মো. রশীদুজ্জামান। তিনি পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি ইউনিয়নের মালথ গ্রামের বাসিন্দা। দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার দুইদিন পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান খুলনা-৬ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোঃ রশীদুজ্জামান। তিনি মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যান, এ সময় তিনি নির্বাচনী এলাকা পাইকগাছা কয়রার দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান।

নাগেশ্বরীতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে বোরো হাউব্রিড ও উফসী ধানের প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্তে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে বুধবার বেলা ১১টায় উপজেলা প্রশাসন চত্বরে ১১ হাজার ৭৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় প্রতিজন কৃষকে ২ কেজি করে হাউব্রিড বীজ, ১০ কেজি এমওপি সার ও ১০ কেজি করে ডিএপি সার বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোস্তফা জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাউছার আহাম্মেদ, কৃষি অফিসার শাহরিয়ার হোসেন, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান আমিনা বেগম অন্যনা, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ইকবাল মাহমুদ, ফিরোজ হোসাইন প্রমুখ।

সারিয়াকান্দিতে আমন ধানের দেড় শ কোটি টাকা কৃষকের ঘড়ে

বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে আমন ধানকাটা শুরু হয়েছে। হেমন্তের সাত -সকালে রুপালী শিশির ভেজা সোনালী ধান কাটতে কৃষকরা দল বেধে মাঠে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছেন। বাড়িতেও উঠানে কৃষাণীরা ধান মাড়াই, সিদ্ধ শুকানোতে ফুসরত পাচ্ছেন না। এখানে এবার ১২হাজার ৫১০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এই জমি থেকে প্রায় ৪০ হাজার ৩২ মেট্রিক টন ধান পাওয়া যাবে। যার বর্তমান বাজার দর হিসেবে প্রায় দেড় শ কোটি কৃষকের ঘড়ে উঠার কথা আশা করেছেন কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা। ধানের ভাল ফলনে চাষিদের মন উৎফুল্ল হচ্ছে, তেমনী বুকে স্বপ্ন- আশা ধানের শীষে দোল খাচ্ছে। স্হানীয় কৃষকরা জানিয়েছেন, সারিয়াকান্দি উপজেলায় বিস্তৃীর্ন এলাকা জুড়ে যমুনা ও বাঙ্গালী নদী রয়েছে। এ নদীর দুটির চরা ভুমিতে হরেক রকমের ফসলাদী হয়ে থাকলেও, বিল এলাকার বেশির ভাগ জমিতে আমন ধানের চাষ করে থাকেন। বি,আর-১১, রণজিত,গুটি স্বর্না,বিআর-৪৯,বিআর-৮৯ ও কালোজিরা বা সাল্লে ধানের চাষ করেছেন ব্যাপক হারে।প্রথম দিকে পোকা -মাকড়ের ঝুট - ঝামেলা থাকলেও অল্প দিনের মধ্যে তা সেরে গিয়ে ফলন হয়েছে ভালো। স্হানীয় কৃষকরা এও বলছেন,সারিয়াকান্দি উপজেলার ১২ ইউনিয়নের যে যেখানে আমনের আবাদ করেছেন, ফলন হয়েছে অনেক ভালো।বিশেষ করে বিআর-১১,বিআর-৪৯,রনজিত,সুগন্ধি বা সাল্লে ধানের শীষে ঠাসা ধান দেখে সব চাষীর মনটা জুড়ছে। কৃষকরা আরও বলেছেন, নতুন ধানের ভাত ছাড়াও বিভিন্ন রকমের পিঠা, মুঠো,পায়েশ -পুলি খাওয়ার উৎসব চলবে এ শীত মৌসুম জুড়ে। ইতোমধ্যে অনেক চাষী ঘড়ে পিঠা, পায়েস,পুলি ও নতুন চালের ভাত খাওয়ার জন্য মেয়ে জামাই, নাতি,নাতনীদের নিমন্ত্রণ দেওয়ার কাজ চলছে। তারাও সাদরে গ্রহনও করছেন সেই নিমন্ত্রও। ফুলবাড়ি ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের আমন চাষী সাজু মেম্বার বলেন, প্রথমে ধান গাছে পোকামাকড় দেখে হ্তাশ ই হয়েছিলাম।অল্পদিনে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে রোগ বালাই সেরে গিয়েছে। নতুন ধানে চালের বাড়িতে চলবে পিঠা-পুলি খাওয়ার ধুম।বাজারে ধানের দামও ভালো থাকায় ধান বিক্রির টাকা দিয়ে সংসারের খরচও করছি ভালো ভাবে।

কালীগঞ্জে ল্যাংচা মিষ্টি প্রতিদিন বিক্রি ৬০০ কেজি

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহে কালীগঞ্জে যে মিষ্টিটিকে এক নামে সবাই চেনে, সেটি ল্যাংচা মিষ্টি। শুধু ঝিনাইদহ নয় আশপাশের জেলাতেও এই মিষ্টি দারুণ জনপ্রিয়। সকাল থেকেই তাই মিষ্টির দোকানে শুরু হয় জমজমাট বেচাকেনা। দুপুর ১২টার পর আর কোনো মিষ্টি অবশিষ্ট থাকে না। এই মিষ্টির কেজি ১৪০ টাকা,প্রতি কেজিতে থাকে ১১ পিস। এত কম দামে সুস্বাদু মিষ্টি মেলায় এর চাহিদা বছর জুড়েই থাকে। কালীগঞ্জ শহরের ফয়লা কোলা রোডে এই মিষ্টির দোকানের অবস্থান। এলাকাবাসী জানান, ল্যাংচা প্রথম বিক্রি শুরু করেন সুবল গাড়াল। ১৫ বছর আগে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর থেকে তার ছেলেরা এই ব্যবসার হাল ধোরে রেখেছে। দু,জন দুটি দোকান চালান প্রতিদিন। একটির নাম৩সুবল ল্যাংচ৩ ও আরেকটির নাম৩মেজদার জলযোগ৩ শ্যামল কুমার বলেন,৩বাবার মৃত্যুর পর আমি ও আমার মেজো দাদা এই ব্যবসার হাল ধরি। আমার দোকানের নাম সুবল ল্যাংচা ও দাদার দোকানের নাম মেজদার জলযোগ। প্রতিদিন দুই দোকানে প্রায় ৬০০ কেজি মিষ্টি বিক্রি করি। ১০ জন লোক প্রতিনিয়িত আমাদের দোকানে কাজ করেন। যশোর, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ফরিদপুর, খুলনা ও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এই মিষ্টি সরবরাহ করা হয়। দুপুর ১২টার পর আর কোনো মিষ্টি অবশিষ্ট থাকে না৩ মানুষের যে পরিমান চাহিদা তা আমরা মিটাতে পারি না। অনেকেই মিষ্টি না পেয়ে ফিরে যান ৩আপনি একবার আমার এই মিষ্টি যদি খান, আবার খেতে ইচ্ছে হবে। যেমন নরম, তেমন স্বাদ, যোগ করেন তিনি। আবশ্য কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ, যশোর এলাকায় অনেবই এই ল্যাংচা মিষ্টি তৈরি করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কালীগঞ্জের এ দুই দোকানের মত ল্যাংচা কেউ তৈরি করতে পারেনি। এই সময়ে এসে কম দামে কীভাবে মিষ্টি দিচ্ছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন,৩বাবা অনেক বছর ব্যবসা করেছেন। এখন বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ মিষ্টি কিনতে আসেন, আমাদের বিক্রি অনেক বেশি। তাই এখনও কম দামে দিতে পারছি, আমাদের পুষিয়ে যাচ্ছে। সরকারি নলডাঙ্গা ভূষণ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন তোতা ও মোবারক আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আজমল হাসান টিপু বলেন, ৩স্কুলের বিভিন্ন মিটিং ও অনুষ্ঠানে আমরা এই মিষ্টি পরিবেশন করি।

চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত এক নারী কৃষিশ্রমিক। পক্ষীফান্দা এলাকা , রংপুর

নাসিরনগরে আইন-শৃংখলা সভা অনুষ্ঠিত

ব্রাক্ষণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাক্ষণবাড়িয়ার নাসিরনগরে আইন-শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মোঃ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির উপদেষ্টা ডাঃ রাফিউদ্দিন আহমেদ,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ ফজলে ইয়াজ আল হোসাইন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রুবিনা আক্তার,থানার অফিসার্স ইনর্চাজ (ওসি) মোঃ সোহাগ রানা,অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত) জামিল ফোরকান,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বিশ্বজিত দাস,জেলা পরিষদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া হাকিম রাজা, ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ জিতু মিয়া,পুতুল রানী দাস,এডভোকেট নাছির উদ্দিন ভূইয়া,আজহারুল হক চৌধুরী,মনসুর আলী ভূইয়া,প্রধান শিক্ষক আবদুর রহিম,প্রেসক্লাব সভাপতি সুজিত কুমার চক্রবর্তী,সাংবাদিক আকতার হোসেন ভূইয়া,অনাথবন্ধু দাসসহ আইনশৃংখলা কমিটির সসদ্যগণ বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি সরকারি খাস জমি অবৈধ দখল-উচেছদ,মাদক-জুয়া,চুরি-ডাকাতি,বাল্যবিবাহ,যৌতুক,নারী-নির্যাতন,ইভটিজিং বিষয়সহ আইনশৃংখলা বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মান্দায় বাণিজ্যিকভাবে গাছ আলু চাষে লাভবান হওয়ার স্বপ্ন কৃষকের

নওগাঁ প্রতিনিধি : গাছ আলু আঞ্চলিক ভাষায় 'মেটে আলু কিংবা গড়ালু' হিসেবেই পরিচিত। একসময় বসতভিটার আনাচে কানাচে ও আশপাশের ঝোপঝাড়ে এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কালের বিবর্তনে নিরাপদ এই খাদ্য এখন অনেকটাই বিলুপ্তির পথে।

তবে আশার কথা হচ্ছে বিলুপ্তপ্রায় এই গাছ আলু চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি বিভাগ। চলতি মৌসুমে নওগাঁর মান্দা উপজেলায় ১০টি প্রদর্শনী প্লটে বাণিজ্যিকভাবে এই গাছ আলুর চাষ করা হয়েছে। এই চাষে প্রতি বিঘা জমিতে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা লাভের আশা করছেন কৃষকেরা।

কৃষি বিভাগের কুন্দল কর্মসূচীর আওতায় জঙ্গল কিংবা বসতভিটার সেই গাছ আলু বানিজ্যিকভাবে চাষ করতে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। কৃষি বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী উপজেলার বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লটে চাষ হওয়া এই গাছ আলুতে স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছেন কৃষকেরা।

এরই মধ্যে এলাকার কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এসব প্রদর্শনী খেত। অনেক কৃষক তাঁদের জমিতে গাছ আলু চাষের আগ্রহ নিয়ে কৃষি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। সম্পূর্ন নতুন জাতের এই ফসল নিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যেও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

উপজেলার নুরুল্লাবাদ গ্রামের কৃষক আসলাম হোসেন বলেন, একসময় গাছ আলু বা গড়ালু বসতভিটাসহ আশপাশের বনে জঙ্গলের পরিত্যক্ত গাছে ও বাঁশঝাড়ে লতানো আকারে জন্মাতো। খাদ্য হিসেবে মানুষের কাছে তেমন পরিচিতি ছিল না। তবে কিছু মানুষ এগুলো আগুনে পুড়িয়ে, অনেকে আবার তরকারিও রান্না করে খেতেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর পূর্তি উদযাপনে নানা কর্মসূচি

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি : পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির অবসানের জন্য তৎকালীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে সুদীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি এটিকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম মেয়াদকালে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) মধ্যে কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে তিন পার্বত্য জেলায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটে। শান্তি চুক্তি পূর্ববর্তী সেই রক্তাক্ত সংঘাতময় দিনগুলিতে জনগণ ফিরে যেতে চায় না। তাই পার্বত্য জনজীবনে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির গুরুত্ব অনেক বেশি। এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিবদমান দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়। সে প্রক্রিয়া এখনো চলমান।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রতিবছরের ন্যায় গুরুত্ব সহকারে পালন করতে যাচ্ছে, দীর্ঘ দুই দশকের অধিক সময় ধরে চলা পাহাড়ে সশস্ত্র সংঘাত অবসানের লক্ষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হওয়া ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টাগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২৬ বছর পূর্তি।

দেবহাটায় উপজেলা পরিষদের আইনশৃঙ্খলা ও মাসিক সভা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটা উপজেলা পরিষদের আইনশৃঙ্খলা ও মাসিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবহাটা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মুজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে দেবহাটা থানার অফিসার ইনচার্জ বাবুল আক্তার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান সবুজ ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জি.এম স্পর্শ। এ সময় দেবহাটা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার ইয়াছিন আলী, দেবহাটা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অধীর কুমার গাইন, কুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক, পারুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বাবু, সখিপুর ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, নওয়াপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন সাহেব আলী, দেবহাটা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল মতিন বকুল, দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারন সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, দেবহাটা উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা আশালতা খাতুন, মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেনবাগে নৌকা মার্কা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ,আহত ৫

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সেনবাগে আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কার প্রার্থী ও একই দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক সাংবাদিক ও এক পুলিশ সহ অন্তত ৫জন আহত হয়েছে। আহতদেরকে সেনবাগ উপজেলরা স্বাস্থ্য কমপ্লক্সেএ ভর্তি করা হয়েছে। ওই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টারদিকে সেনবাগ পৌর শহরে। খবর পেয়ে সেনবাগ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহতরা হচ্ছে ঃ সেনবাগ থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মোঃ কাউছার আরটিভি ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম পাটোয়ারীসহ অপর তিনজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বেগমগঞ্জ সার্কেল) আশরাফুল আলম।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থী বাফুফের সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি আতাউর রহমান ভূঁইয়ার মানিকের এক অনুসারী সেনবাগ সরকারি কলেজে ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে নৌকা মার্কার প্রার্থী মোরশেদ আলমের এক অনুসারীর হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কি হয়। ওই ঘটনার জেরে সন্ধ্যায় উপজেলা পরিষদ গেট এলাকায় আতাউর মানিকের এক অনুসারীকে মারধর করে মোরশেদ আলমের অনুসারীরা।

চলন্ত ট্রেনে ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন মনোয়ারা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : ঢাকা থেকে লালমনিরহাটগামী আন্তঃনগর 'লালমনি এক্সপ্রেসথ ট্রেনে ফুটফুটে ছেলে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন মনোয়ারা বেগম নামে এক নারী। মঙ্গলবার ভোরে ট্রেনটি টাঙ্গাইল স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে মনোয়ারার প্রসব ব্যাথা শুরু হয়। এ সময় ট্রেনের অন্য নারী যাত্রী ও পাটগ্রাম উপজেলা মেডিকেল অফিসার ডা. জহির উদ্দিনের সহযোগিতায় শিশুটি সফলভাবে জন্ম নেয়। পরে ট্রেন থামলে তাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানীয় এক হাসপাতালে পাঠানো হয়। ট্রেনের সন্তান জন্ম দেওয়া নারী মনোয়ারা বেগম লালমনিরহাট পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শহীদ শাহজাহান কলোনীর বাসিন্দা। বর্তমানে নবজাতক ও মা সুস্থ আছেন। তারা সিরাজগঞ্জ জেলার শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, গত ১১ বছর আগে মনোয়ারা বেগমের সঙ্গে আনারুলের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। স্বামী আনারুল ঢাকায় রড মিস্ত্রির কাজ করেন। মনোয়ারাও সেই সুবাধে তার স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। দীর্ঘ ১১ বছরের সংসার জীবনে তাদের একটি আট বছরের আরেকটি ছেলে সন্তান রয়েছে। নবজাতকের বাবা আনারুল বলেন, স্ত্রী মনোয়ারার প্রসবের তারিখ ছিল আরো সাতদিন পর। তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আন্তঃনগর লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা হন। পথে ট্রেনটি টাঙ্গাইল স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরপরই তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়। পরে ট্রেনে থাকা অন্যান্য যাত্রীরা ও এক চিকিৎসকের সহযোগিতায় তার স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। বর্তমানে মা ও শিশু দুইজনেই সুস্থ আছেন।

কাপাসিয়ায় সমবায় সমিতির ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা সমবায় অফিসের উদ্যোগে দক্ষ সমবায়ী ও সফল সমবায় সমিতি গঠনে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্যদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দিনব্যাপী ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার কাপাসিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার একেএম গোলাম মোর্শেদ খান, উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ আজিজ মিয়া প্রমুখ।

উক্ত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ।

ঘাঘট নদের পানিতে চিলের ওড়াউড়ি। শহরতলির আদর্শগ্রাম এলাকা, রংপুর

পোর্তোকে হারিয়ে নক আউট পর্বে বার্সেলোনা

স্পোর্টস ডেস্ক : পোর্তোর বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জয়ের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোল নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা। তিন মৌসুমে এই প্রথমবারের মত নক আউটে পর্বে গেল কাতালান জায়ান্টরা। আর সে কারনেই কোচ জাভি স্বীকার করেছেন ক্লাবের জন্য এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি। ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার পেপের গোলে এগিয়ে যায় সফরকারী পোর্তো। দারুন লড়াই শেষে পর্তুগীজ জুটি হোয়াও ক্যান্সেলো ও হুয়াও ফেলিক্সের গোলে বার্সেলোনার জয় নিশ্চিত হয়। বেনফিকার সাবেক এই জুটি তাদের সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে বার্সাকে জয় উপহার দিয়েছেন। একইসাথে গত দুই মৌসুমের মত জাভি হার্নান্দেজের দল যাতে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় না নেয় তার দায়ভারও ছিল পুরো দলের ওপর। ম্যাচ শেষে জাভি বলেছেন, ‘আজ আমরা দারুন খুশী। ভবিষ্যত প্রকল্পকে সামনে রেখে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ক্লাবের জন্যও এই ফলাফল ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আসবে। দল ক্রমেই উন্নতির দিকে এগোচ্ছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সত্যিকার অর্থেই ভাল একটি দলকে পরাজিত করেছি। আজকের দিনটা আমাদের জন্য দারুন সন্তুষ্টির।’ এর আগের ম্যাচে হামবুর্গে শাখতার দোনেৎস্কর কাছে হেরে বেশ চাপে পড়েছিল বার্সেলোনা। এর সাথে যোগ হয়েছিল ঘরোয়া আসরের ব্যর্থতা। কিন্তু তারপরও কাল সবদিক থেকে পোর্তোকে চেপে ধরেছিল জাভির শিষ্যরা। এক গোল হজম করার পর ক্যান্সেলো দ্রুতই সমতা আনেন। এরপর ফেলিক্সকে দিয়ে জয়সূচক গোলটি করিয়েছেন। জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে মাঠে নামা বার্সেলোনার পজিশন কিছুটা পরিবর্তন করে দল মাঠে নামিয়েছিলেন জাভি। ক্যান্সেলোকে লেফট-ব্যাকে নিয়ে গিয়ে ইকে গুনডোগানকে মূল দলে ওরিওল রোমেউর জায়গা সুযোগ দিয়েছেন। শনিবার লা লিগায় রায়ো ভায়োকানোর সাথে ১-১ গোলে ড্র করার পর জাভি এই পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। পিঠের ইনজুরির কারণে যেহেতু প্রথম পছন্দের মার্ক-আন্দ্রে টার স্টেগান মাঠের বাইরে ছিলেন তাই গোলবার সামলানোর দায়িত্ব ছিল যথারীতি ইনাকি পেনার ঘাড়ে। পোর্তোর বেশ কিছু আক্রমণ প্রতিহত করে পেনা নিজেকে প্রমান করেছেন। ফেলিক্সের একটি শট ক্লিয়ার করেন পেপে।

ম্যাক্সওয়েলের সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়ার জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ভারতের বিপক্ষে পাঁচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের স্বাদ পেয়েছে সফরকারী অস্ট্রেলিয়া। গতরাতে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ২২৩ রান তাড়া করে ৫ উইকেটে জয় পায় অসিরা। ৪৮ বলে ১০৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন ম্যাচ সেরা ম্যাক্সওয়েল। প্রথম দুই ম্যাচ হারের পর জয়ের দেখা পাওয়ায় সিরিজে ব্যবধান ২-১এ নামিয়ে আনলো অস্ট্রেলিয়া। গুয়াহাটিতে টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় অস্ট্রেলিয়া। ওপেনার যশ্বসী জয়সওয়াল ৬ রানে থামলেও, ইনিংসের শেষ ওভারে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নেন আরেক ওপেনার ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। ভারতের নবম ব্যাটার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করলেন ঋতুরাজ। ঋতুরাজের ৫২ বলের সেঞ্চুরিতে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২২২ রানের বড় সংগ্রহ পায় ভারত। ১৩টি চার ও ৭টি ছক্কায় ৫৭ বলে অপরাজিত ১২৩ রান করেন ঋতুরাজ। এ ছাড়া অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৩৯ ও তিলক ভার্মা অপরাজিত ৩১ রান করেন। জবাবে ২২৩ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে শেষ দুই ওভারে জয়ের সমীকরণ ৪৩ রান পায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতের স্পিনার অক্ষর প্যাটেলের ১৯তম ওভারে ২২ রান নেন ম্যাক্সওয়েল ও অধিনায়ক ম্যাথু হেড। শেষ ওভারের শেষ ৪ বলে ১৬ রান দরকার পড়ে অসিদের। তৃতীয় বলে ছক্কা ও শেষ তিন বলে তিনটি চার মেরে অস্ট্রেলিয়াকে অবিশ্বাস্য জয় এনে দেন ম্যাক্সওয়েল। এরমধ্যে পঞ্চম ডেলিভারিতে বাউন্ডারি মেরে টি-টোয়েন্টিতে ৪৭ বলে চতুর্থ সেঞ্চুরির স্বাদ নেন তিনি। এই ইনিংসের মাধ্যমে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ চারটিতে সেঞ্চুরি করা ভারতের রোহিত শর্মার রেকর্ড স্পর্শ করলেন ম্যাক্সওয়েল। আর রান তাড়ায় পাকিস্তানের বাবর আজমকে টপকে সর্বোচ্চ ৩টি শতকের মালিক এখন ম্যাক্সি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরিতে অ্যারন ফিঞ্চ ও জশ ইংলিশের সঙ্গী হলেন ম্যাক্সওয়েল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে ডর্টমুন্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : এসি মিলানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোল নিশ্চিত করেছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। গতকাল মঙ্গলবার ইতালির রাজধানী মিলানে অনুষ্ঠিত গ্রুপ পর্বের ম্যাচে স্বাগতিকদের ৩-১ গোলে হারিয়েছে সফরকারী জার্মান জায়ান্টরা। এই পরাজয়ে প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে যাবার শংকায় রয়েছে মিলান। ম্যাচের শুরুতে মার্কো রুইসের পেনাল্টি এবং দ্বিতীয়ার্ধে ইংলিশ টিনএজ জেমি বাইনো-গিটেনস এবং করিম আদেয়েমির গোলে ভর করে এক ম্যাচ হাতে রেখেই নকআউট নিশ্চিত করে ডর্টমুন্ড। ঘরোয়া ফুটবলে বাজে পারফর্মেন্সের কারণে সমালোচিত হলেও ইউরোপীয় অভিজাত এই টুর্নামেন্টে টানা তৃতীয় জয়ের সুবাদে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ‘এফ’ গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করছে ডর্টমুন্ড। ইনজুরিতে জর্জরিত মিলানের ফর্মহীনতার সুযোগকে দারুনভাবে কাজে লাগিয়েছে জার্মান জায়ান্টরা। আগামী মাসে জার্মানিতে প্যারিস সেন্ট জার্মেই’র (পিএসজি) বিপক্ষে ড্র করতে পারলেই গ্রুপ সেরা হিসেবে শেষ ষোলর ড্রয়ে অংশ নিতে পারবে কোচ এডিন টেরজিকের ডর্টমুন্ড। ম্যাচ শেষে ম্যাটস মামেলস বলেন,’ এটি ছিল দারুন একটি রাত। দল যখন ভালো খেলে তখন ব্যক্তিগত পারফর্মেন্সও সহজ হয়ে যায়। এখন আমাদের চেস্টা থকবে গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিতের মাধ্যমে তুলনামুলকভাবে শক্তিশালী দলগুলোকে পাশ কাটানো।’ ম্যাচের শুরুতে একটি পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন একাদশে ফিরে আসা মিলান স্ট্রাইকার অলিভার গিরুদ।

এমবাপ্পের পেনাল্টিতে নিউক্যাসলের সাথে পিএসজির ড্র

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচের ৯৮ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পের পেনাল্টিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সাথে ১-১ গোলে ড্র করে নক আউট পর্ব নিশ্চিতের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে পিএসজি। এদিকে এই ড্রয়ে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব নিউক্যাসল গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কায় পড়েছে। গত মাসে পিসেজর বিপক্ষে সেন্ট জেমস পার্কে নিউক্যাসল ৪-১ গোলে জয়ী হয়েছিল। আলেক্সান্দার ইসাকের ২৫ মিনিটের গোলে গ্রুপ-এফ’র ম্যাচে এগিয়ে গিয়ে আরো একবার পিসজিকে পরাস্ত করার ইঙ্গিত দিচ্ছিল নিউক্যাসল। কিন্তু ম্যাচে ফিরে আসতে মরিয়া পিএসজি শেষ পর্যন্ত ইনজুরি টাইমে ভাগ্যের জোরে রক্ষা পায়। টিনো লিভ্রামেন্টোর হ্যান্ডবলে ভিএআর পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেয়। এমবাপ্পে স্পট কিক থেকে কোন ভুল করেননি। এখনো পর্যন্ত ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ড নিশ্চিত করা বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের থেকে তিন পয়েন্ট পিছিয়ে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পিএসজি। গতকাল আরেক ম্যাচে গ্রুপের তলানির দল এসি মিলানকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে দারুন এক জয় তুলে নিয়েছে ডর্টমুন্ড। গ্রুপের শেষ শ্যাচে ডর্টমুন্ডকে হারাতে পারলেই নক আউট পর্বে উঠবে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। অন্যদিকে ঘরের মাঠে মিলানকে শুধু হারালেই হবে না, পিএসজির হারের অপেক্ষায় থাকতে হবে নিউক্যাসলের। নিউক্যাসল ম্যানেজার এডি হাউ বলেছেন, ‘আমি মনে করি পেনাল্টির সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়নি। এটাই আমাদের জন্য অত্যন্ত হতাশার। কারণ এমন অবস্থায় ম্যাচে ফিরে আসার মত সময় আমাদের হাতে ছিলনা। কিন্তু এখানে আসলে বলার কিছুই নেই।’ এই ম্যাচে পরাজিত হলে নিউক্যাসলের বিদায় নিশ্চিত হয়ে যেত। যে কারণে অন্তত টিকে থাকার স্বপ্নে কিছুটা স্বস্তি পেতেই পারে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। এদিকে গ্রুপের পাঁচ ম্যাচে তৃতীয় পরাজয় এড়িয়ে পিএসজি আপাতত কাতারী মালিকানা শুরুর পর প্রথমবারের মত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলর আগে বিদায়ের শঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়েছে। পিএসজি বস লুইস এনরিকে বলেছেন, ‘আমাদের জেতা উচিত ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ পারফরমেন্স। আমরা নিউক্যাসলের থেকে ভাল খেলেছি।

লিপজিগকে হারিয়েছে সিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে আরবি লিপজিগকে ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ের ধারা ধরে রেখেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। এই ম্যাচে গোল করে সিটির নরওয়েজিয়ান তরুণ আর্লিং হালান্ড ইউরোপিয়ান সর্বোচ্চ ক্লাব আসরে দ্রুততম সময়ে ৪০ গোল করার রেকর্ড গড়েছেন। ২০১৮ সালের পর ইত্তিহাদ স্টেডিয়ামে প্রথম ইউরোপিয়ান পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল সিটিজেনরা।

ভারতের প্রধান কোচ থাকছেন রাহুল দ্রাবিড়ই

স্পোর্টস ডেস্ক : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে শিরোপা খুইয়েছিল ভারত। সেই ম্যাচ দিয়েই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের। দ্রাবিড় তার চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছেন না বলে গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। তবে নতুন করে আবার তার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করছে বিসিসিআই। রাহুল ২০২১ সালে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পান। ২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি-২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। বিসিসিআই এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘২০২৩ বিশ্বকাপ দিয়ে রাহুলের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গে বোর্ডের খুব ভালো কথাবার্তা হয়েছে। বোর্ড তার সঙ্গে চুক্তি নবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ নতুন মেয়াদে দায়িত্বের বিষয়ে দ্রাবিড় বলেছেন, ‘ভারতীয় দলের সঙ্গে গত দুই বছর দারুণ উপভোগ্য ছিল। এই সময়ে আমরা অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। তবে এই যাত্রায় অনেক স্মরণীয় মুহূর্তও আছে। আমাদের ড্রেসিংরুমে সংস্কৃতি ছিল অসাধারণ। সঠিক উপায়ে আমরা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে উন্মুখ ছিলাম। যার প্রভাব সামগ্রীক ফলে দেখা গেছে।’

ইসলাম

কবরের জীবন কি সত্যিই কঠিন হবে?

ধর্ম ডেস্ক : কবরের জীবনটা সহজ হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবরের আজাব দেখানো হয়েছিলো। ফলে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কখনও কবরের চেয়ে ভয়াবহ (অন্য কোনো) দৃশ্য দেখিনি। কবরের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। পরকালের জন্য নিজেদের প্রস্তুতে কিছু হাদিস ও দোয়া উল্লেখ করেছেন। তাহলো-

১. হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তোমরা মৃতদের দাফন করা বর্জন করে দেবে, এ ভয় না থাকলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম; যেন তিনি তোমাদের কবরের কিছু আজাব শুনিয়ে (দেখিয়ে) দেন।’ (মুসলিম ৭১০৬)

২. এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের আজাব এবং ফেতনা থেকে বারবার পানাহ চাইতেন। তাই মুসলিম উম্মাহও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় এভাবে দোয়া করতে পারেন। তাহলো-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই।’ (বুখারি, ৮৩২)

৩. হজরত যায়দ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হজরত আবু সাঈদ আল-খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম না, বরং আমাকে যায়দ ইবনু সাবিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর ঘেরা বাগানে তার একটি খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। এ সময় আমরা তার সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ তা লাফিয়ে উঠলো এবং তাঁকে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করলো। দেখা গেলো, সেখানে ছয়টি কিংবা পাঁচটি অথবা চারটি কবর রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, জুরাইরি এমনটিই বর্ণনা করতেন। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, এ কবরবাসীদেরকে কেউ চিনে কী? তখন এক ব্যক্তি বললেন, আমি চিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে? তিনি বললেন, তারা শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ উম্মাতকে তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে, এ আশঙ্কা না হলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আজাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি। তারপর তিনি আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, তোমরা সবাই জাহান্নামের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবাগণ বললেন, আমরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবাগণ বললেন, আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই।

সম্মান নষ্টকারী ৫টি কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে

ধর্ম ডেস্ক : মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। আবার মুমিন বান্দাকে দিয়েছেন অনেক বেশি মর্যাদা। তিনি মুমিন মুসলমানের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। এমন কিছু কাজ আছে যেসব কাজ মুমিনের সম্মান ও মর্যাদাকে নষ্ট করে দেয়। এ কাজগুলো কোনোভাবেই করা যাবে না। মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজগুলো নিষিদ্ধও বটে। কাজগুলো কী? মুমিনের মর্যাদা ও সম্মান নষ্ট হয় এমন বেশ কিছু কাজকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। সেগুলো হলো- ১. কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা; ২. অন্যের ছিদ্রান্বেষণ বা দোষ খুঁজে বেড়ানো; ৩. কারও দোষ জেনে গেলে সেটা নিয়ে কানাকানি করা;

৪. ভালো কিংবা মন্দ যে কারও নিন্দা (পরনিন্দা) করা;

৫. কাউকে অপবাদ দেওয়া।

যে দোয়া পড়বেন দুশমনের মোকাবেলায়

ধর্ম ডেস্ক : সব সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। চাই তা কোনো বিপদে হোক কিংবা শত্রুর মোকাবেলায় হোক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য এ দোয়া করতেন। তিনি আল্লাহকেই তাঁর জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। আর সেভাবেই আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। শত্রুর আক্রমণ বা ক্ষতি থেকে বাঁচতে নবিজি বিখ্যাত দুটি দোয়া তুলে ধরা হলো-

হজরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো দল সম্পর্কে ভয় করতেন তখন বলতেন-

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাঝ্?আলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে শত্রুর মোকাবেলায় পেশ করছি, তুমিই তাদের দমন করো। আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছেই আশ্রয় চাই।’ (আবু দাউদ, মিশকাত)

হাদিসের অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন (শত্রুসহ সব কিছুর মোকাবেলায়) বলতেন-

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।

অর্থ : আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।’ (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়ার সব দুশমন তথা শত্রুর অত্যাচার-নির্যাতন ও যাবতীয় ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে নবিজির শেখানো দোয়া পড়ার তাওফিক দান করুন। মুসলিম উম্মাহকে বিজাতীয় ফেতনা ও আক্রমণ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলো

ধর্ম ডেস্ক : ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। যারা এ জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে একমত, তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের ওপর নিঃসন্দেহে ইমান আনতে হয়। যা তাকে পরিপূর্ণ ঈমানদার বানিয়ে দেয়। বিষয়গুলোর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারলে মুমিন হওয়া যাবে না। সে বিষয়গুলো কী?

কোরআন-সুন্নায় ৬টি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ এসেছে। হাদিসে জিবরিলে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার হজরত জিবরিল আলাইহিস সালাম আগন্তুক বেশে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে এ বিষয়গুলো মুমিন মুসলমানের শিক্ষার জন্য উপস্থাপন করেছিলেন। সে বিষয়গুলো হলো-

১. আল্লাহর জাত ও সব সিফাতের ওপর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করা। ২. আল্লাহর ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস পূর্ণ স্থাপন করা। ৩. আসমানি কিতাবসমূহের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। ৪. দুনিয়াতে যত নবি-রাসুল এসেছে তাদের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

৫. পরকালের (মৃত্যু পরবর্তী জীবনের) ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

৬. আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সুনির্ধারিত ভাগ্যের ভালো ও মন্দের ওপর বিশ্বাস রাখা।

আল্লাহ তাআলা ঈমানদার বান্দার জন্য কোরআনুল কারিমে সুস্পষ্ট ভাষায় এ নির্দেশগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। যারা এগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই মুমিন। আল্লাহ তাআলা

উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম পাঁচটির ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারিমে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। আর উপরের বিষয়গুলোসহ শেষটির ব্যাপারে রয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট ঘোষণা। বলেন- ‘রাসুল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন ওইসব বিষয়ের প্রতি যা তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে (ওহি হিসেবে) অবতীর্ণ হয়েছে আর মুমিনরাও (তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে)।

অন্যের বাবা-মাকে গালি দেওয়া প্রসঙ্গে ইসলাম কী বলে?

ধর্ম ডেস্ক : সন্তানের কাছে সবচেয়ে বেশি উত্তম আচরণ পাওয়ার হকদার তার বাবা-মা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাবা-মাকে গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে নসিহত পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদিসে পাকে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত।

ইসলামের দিকনির্দেশনা হলো কেউ কারও বাবা-মাকে গালি দেবে না। হাদিসে পাকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাবা-মায়ের অধিকার সম্পর্কে হাদিসে পাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললো, তারপর কে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা। সে বললো এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপর তোমার বাবা।’ (বুখারি, মুসলিম)

মা-বাবাকে গালি দেওয়া কবিরা গুনাহ। এ সম্পর্কে চমৎকার একটি হাদিসও রয়েছে। যেখানে নিজের মা-বাবাকে নয়, বরং অন্যের মা-বাবাকে গালি দিলেই নিজের মা-বাবার ওপর এ গালি পতিত হবে। তাই অন্যের মা-বাবাকেও গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন- হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের মা-বাবাকে লানত (অভিশাপ) করা।